চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৭ আষাঢ় – ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ ঃ ২২ জুন – ২৮ জুন, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 34, 22 June - 28 June, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যের খাদ্য দপ্তরে সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগের জন্য

পিএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসে অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ। মূল পান্ডা কল্যাণীর শঙ্কর বিশ্বাস। অন্যজন ধুবুলিয়ার পাপাই দাস। ।

রবিবার : এনটিএ–র ডাক্তারি নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে

কেলেঙ্কারির যেসব তথ্য উঠে আসছে তা ভয়ানক। হোয়াটস অ্যাপ, টেলিগ্রামে প্রশ্ন প্রকাশ, উত্তর লিখে দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার টোপ ভারতের পরীক্ষা ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সোমবার : আদিগঙ্গা উপচে যাতে এলাকা না ভাসে বা জোয়ারের

সময় শহরের জলে যাতে আদি গঙ্গা দূষিত না হয় সেই কাজের ব্যয় বাবদ জাতীয় বিপর্যয় অথরিটির কাছে ১৩২ কোটি টাকা চাইল কলকাতা পুরসভা ।

মঙ্গলবার : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের অদূরে সিগন্যাল না পেয়ে

দাঁড়িয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে পেছন থেকে মালগাড়ি ধাক্কা মারলে মৃত্যু হয় ৯ জনের। আহত বেশ কয়েকজন। উঠছে গাফিলতির প্রশ্ন।

বুধবার : পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় ১ নম্বরে থাকা

জলদাপাড়া অরণ্যের গভীরে অবস্থিত প্রাচীন হলং বনবাংলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল নিমিষের মধ্যে। ডিএফও জানিয়েছেন আগুন লেগেছে শর্ট সার্কিট থেকে।

বৃহস্পতিবার : প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ সামনে আসতেই গত

১৮ জুন পরীক্ষা নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করে দেওয়া হল ইউজিসির নেট পরীক্ষা। তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে।

শুক্রবার : হাসপাতালে যাওয়ার পথ আটকে শ্যামাপ্রসাদ

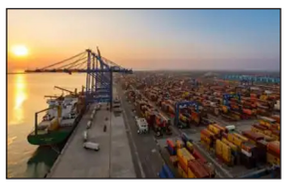

মুখার্জী বন্দরের জমিতে বেআইনি ভাবে গজিয়ে ওঠা পার্টি অফিস ও দোকানঘর অবিলম্বে ভেঙে দেওয়ার জন্য তারাতলা থানাকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভারতীয় ফৌজদারি বিধি বদলে ব্রিটিশ যুগের অবসান

ওঙ্কার মিত্র

১৭৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার চলে গিয়েছিল সরাসরি ব্রিটিশ রাজের হাতে। ভারত শাসনের জন্য ১৮৫৮ সালের ১আগস্ট পাশ হয়ে যায় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট। অবশ্য তার আগেই ব্রিটিশ শাসকরা বুঝেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দৌলতে শিক্ষা দীক্ষা অর্থে বলিয়ান হয়ে ওঠা ভারতীয় নেটিভদের এবার আইনের শাসনে বাঁধা দরকার। ইংলন্ডে তখন রানী ভিক্টরিয়ার শাসন। ভারতে ভাইসরয় চার্লস ক্যানিং, সচিব এডওয়ার্ড স্ট্যানলি। ১৮৩৩ সালে পাশ হল চার্টার অ্যাক্ট। এই আইনের অধীনে ১৮৩৪ সালে লর্ড টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকাউলের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের প্রথম আইন কমিশন। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি হল ভারত শাসনের নতুন আইন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা আইপিসি। আরও দমন পীড়নের ধারা যুক্ত করে হতে থাকল সংশোধনের পর

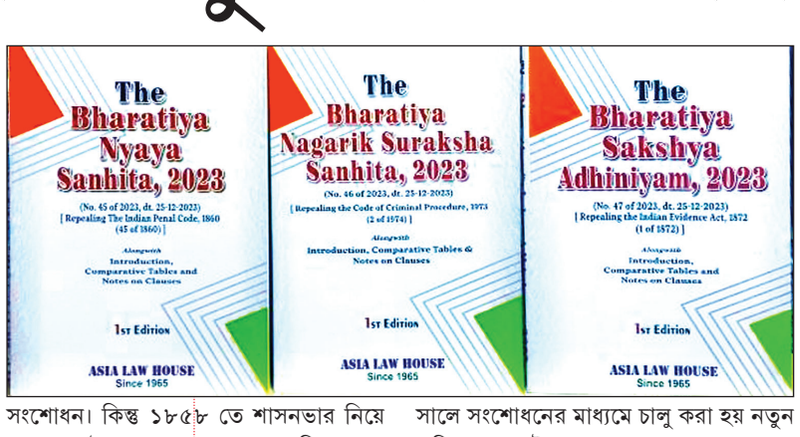

সংশোধন। কিন্তু ১৮৫৮ তে শাসনভার নিয়ে মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে ১ জানুয়ারি ১৯৬২ তেই লাগু হয়েও গেল এই কোড। এরপর একে একে ১৮৭২–এ এল ইন্ডিয়ান ইভিডেন্স অ্যাক্ট ও ১৮৮২ তে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট বা সিআরপিসি। কয়েকবার সংশোধন হলেও কত ভাইসরয়, কত সেক্রেটারি জেনারেল পাল্টেছে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই আইনেই চলেছে নেটিভ দমন প্রক্রিয়া। একমাত্র ১৯৭২ সালে সংশোধনের মাধ্যমে চালু করা হয় নতুন এভিডেন্স অ্যাক্ট।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্ত থেকে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে অবধি ব্রিটিশ শাসনের রেশ ধরে যে ফৌজদারি আইনে স্বাধীন ভারত চলেছে তার অবসান আজও ঘটে নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

সমুদ্রসাথীর টাকা বাকি, ক্ষোভ মৎস্যজীবীদের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়দীঘি : সমুদ্রসাথী প্রকল্পের টাকা সময়মত না পাওয়ায় ক্ষোভ মৎস্যজীবিদের মধ্যে।ব্যান পিরিয়ড শেষ হয়েগেছে গত কয়েক দিন আগেই। কিন্তু এই ব্যান পরিয়ড চলাকালীন যে ভাতা পাওয়ার কথা ছিল মৎস্যজীবীদের তা তারা পাননি। ভবিষ্যতে কোনও একদিন পাবেন এই সমুদ্রসাথী প্রকল্পের টাকা আর সেই আশাতেই মৎস্যজীবীরা। তাদের সেই কাগজপত্রগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছেন বাড়িতে।রায়দীঘি এলাকার মৎস্যজীবিদের দাবি দু'মাস টাকা পাবো শুনে খুশি হয়েছিলাম প্রথমে। টাকা আসবে ভেবে ধার করে বসে থাকা কালীন ওই সময়ে সংসার চালিয়েছি।কিন্তু এখন সেই ধার শোধ করা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছি আমরা।এর মধ্যে আবার নতুন করে কাজ শুরু হয়ে গেছে। ছোট জেলে নৌকা, ভুটভুটির মাঝিদের আরও অবস্থা খারাপ। তাঁরা আবার তাকিয়ে আছেন কবে টাকা

এরপর পাঁচের পাতায়

এখন যত দোষ রেমালের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভ্রান্তি অব্যাহত। দিল্লির আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলছেন, দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী ঢুকেও ঢুকছে না পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে। বাংলার বিজ্ঞানীদের কাছে আবার ভিলেন ঘূর্ণিঝড় রেমাল। রেমালই নাকি বদলে দিয়েছে মৌসুমীর গতিপথ। এতদিন বর্ষা এসে গেছে বলে প্রচার করলেও এখন দুদলেরই দাবী মৌসুমী দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই দুয়ারে এসেও থমকে গিয়েছে তার পদচারণা। কেন এই দুর্বলতা? তার কিন্তু কোনো উত্তর নেই। মানুষ বুঝে ফেলেছে এরা কিছু একটা লুকোচ্ছেন। কি লুকোচ্ছেন? সেটাই এবার জানাচ্ছি ৪০ বছর আগে আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত এক সবাদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে যেটি 'মৌসুমীর গতিপথ মোড় নিচ্ছে : চাষবাস লাটে উঠবে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮ জুন, ১৯৮৩। কি বলা হয়েছিল এই প্রতিবেদনে দেখুন।

'নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের জলবায়ুতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটছে। মৌসুমী বায়ুর গতিপথ সরে যাচ্ছে। তাই বর্ষার সম্ভাবনা কম। বর্ষা কমে যাওয়াতে আমন ধান চাষে বিশেষ আশা নেই। জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটার জন্য আগামী দিনে গোটা ভারত তৃণভূমিতে পরিণত হবে।

গত ৬ই জুন বালীগঞ্জের বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনার হলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিজ্ঞানীদের এক আলোচনাচক্র বসে। এই আলোচনাচক্রে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, প্রকৃতির রাজ্যে পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, বনভূমি, নদনদী প্রভৃতির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এরা জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কালক্রমে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির পরিবর্তন ঘটার ফলে দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া ওলট– পালট হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার উপর তারা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

সমীক্ষায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

রূপনারায়ণ নদীর পরিবেশ সংকটে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিএআর–সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা (এনএমসিজি) প্রকল্পের অধীনে একটি বৈজ্ঞানিক দল সম্প্রতি রূপনারায়ণ নদীর নীচের অংশে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। গবেষণাটি ৪৪.৭ কিমি বিস্তৃত চারটি নমুনা সাইটে চালানো হয়েছে যার লক্ষ্য ছিল জলজ জীববৈচিত্র্যের মূল্যায়ন করা এবং গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোলজিক্যাল ডেটা সংগ্রহ করা। এই পরীক্ষাটি মাছের বিভিন্ন প্রজাতি, তাদের বিতরণের ধরণ এবং তাদের সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে এমন পরিবেশগত পরিমিতিগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি বিভিন্ন পরিবেশগত কারণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সম্প্রদায়গুলির কাঠামোগত পরিবর্তনগুলিও অন্বেষণ করেছে। প্রতিবেদনে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি, ইলিশের পুনরুজ্জীবন, ডলফিন সংরক্ষণ, জালের আকারের সীমাবদ্ধতা এবং মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার মতো বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন, সমুদ্রে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও দলটি কোলাঘাটে বেশ কয়েকটি ছোট মাছ ধরার নৌকা (ডিঙ্গি)পর্যবেক্ষণ করেছে। জরিপটি এলাকার প্রায় ১০০টি মাছ ধরার পরিবারকে চিহ্নিত করেছে, যারা ৪০টি মাছ ধরার নৌকো পরিচালনা করছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কোলাঘাটে সন্ধ্যায় মহিলা জেলেরা তাদের মাছ বিক্রি করে প্রতি মাসে প্রায়

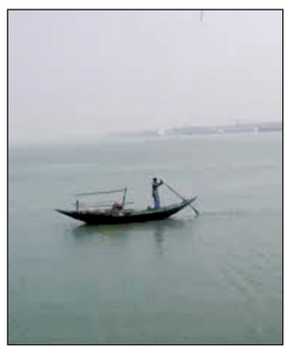

৫,০০০ টাকা আয় করে। চিংড়ি পোস্ট– লার্ভা সংগ্রহের জন্য কিছু মহিলাদের মশারি ও হান্ডির ব্যবহারও নথিভুক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু, নদীর জল ব্যবহার করে জলজ চাষ, কৃষি এবং ক্ষুদ্র ফুল চাষের অনুশীলনগুলি এই অঞ্চলে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

প্রতিবেদনে প্লাস্টিক, গৃহস্থালির বর্জ্য এবং বাজার ও পোল্ট্রি বর্জ্য থেকে সৃষ্ট চরম দূষণের জন্য নদীর ক্ষতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে তমলুকে নদী তীরবর্তী অসংখ্য ইট কারখানার কারণে দূষণের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, আইসিএআর–সিফরির টিম সচেতনতামূলক কর্মসূচীতে নিয়োজিত হয়েছে এবং দূষণ কমানোর জন্য এবং নদীর পরিবেশগত উন্নতির জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে।

এই বিস্তৃত অধ্যয়নটি কেবল রূপনারায়ণ নদীর বর্তমান পরিবেশগত অবস্থাকেই তুলে ধরে না বরং এর সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এবং এর উপর নির্ভরশীল জীবিকা রক্ষা ও টিকিয়ে রাখার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

বিনামূল্যে নানা পরিষেবা সত্ত্বেও

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে

কুনাল মালিক

বর্তমানে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র গুলোর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ভবন অধিকাংশ জায়গাতেই পাকা এবং দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়েছে। পানীয় জল এবং শৌচাগারেরও ব্যবস্থা হয়েছে। যা কয়েক দশক আগেও স্বপ্ন ছিল। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে নানা পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে শিক্ষা দপ্তর। যেমন দুপুরে মিড ডে মিল, বিনামূল্যে পোশাক, বিনামূল্যে বই, ব্যাগ, জুতো ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষিকার ঘাটতিও অনেকাংশে পূরণ হয়েছে। কিন্তু এতকিছু বিনামূল্যে পরিষেবা থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে দিনদিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। যেরকম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল কোনও কোনও বিদ্যালয়ে ৯টা, ১২টা, ২০টা করে ছাত্রছাত্রী আছে। অথচ এই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে যেগুলো অবশ্যই বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে সেখানে কিন্তু দিন দিন ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অথচ এখানে পড়াশোনা করার জন্য ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবকদের মোটা মাইনে গুণতে হয়। এছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পাতিও আছে। যেমন দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ বিধানসভা এলাকার

বাওয়ালি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে এখন ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬০০। চকমানিক এলাকার রামকৃষ্ণ শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যা ভালোই। প্রশ্ন হল সরকারি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যা বাড়ছে কেন? বাওয়ালি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বাসুদেব কাবড়ী জানালেন, সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদানের ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি আছে। শিক্ষক শিক্ষিকারা পঠন পাঠন এবং ছাত্র–ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সেভাবে গুরুত্ব দেয় না। তাছাড়া শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক এর ব্যাপারেও তারা খুব একটা মনোযোগ দেন না। অনেকে তো এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় শুধুমাত্র মিড ডে মিল খাবার জন্য। অথচ আমরা দেখেছি এখন অভিভাবক অভিভাবিকারা অত্যন্ত সচেতন। দিন আনা দিন খাওয়া অভিভাবকরা ও তাদের ছেলেমেয়েদের যথার্থ শিক্ষার জন্য বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের উপরই বেশি ভরসা করছেন। বজবজ দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল শিক্ষক সমিতির শীর্ষ নেতা সুবীর ব্যানার্জি এই প্রসঙ্গে জানালেন, দেখুন এটাও আমাদের ভাবতে খুব লজ্জা লাগে সরকার এতকিছু বিনা পয়সায় ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিন দিন ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা কমছে। আসলে ৭৫ শতাংশ শিক্ষকই শিক্ষার ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। তারা যেন শুধু মাস মাইনে তুলতেই ব্যস্ত থাকেন। যাতে গ্রামের মানুষ বেশি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মুখী হয় সেজন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের উচিত স্থানীয় গ্রামের সদস্যদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি অভিযান করা এবং তাদের বোঝানো বিনামূল্যে কী কী ধরনের সরকারি সুবিধা প্রাথমিক বিদ্যাগুলিতে পাওয়া যায়। তবে এ ব্যাপারে আমরা অবশ্যই শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে আবার যাতে ছাত্র–ছাত্রীরা স্কুল অভিমুখী হয় সে ব্যাপারে গুরুত্ব দেব।

সামনেই বর্ষা, চিন্তিত সুন্দরবনের মানুষ

সুন্দরবনের বাঁধ পরিদর্শনে মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা ও সাংসদ বাপি হালদার — নিজস্ব চিত্র

অরিজিৎ মণ্ডল,কাকদ্বীপ: সামনেই বর্ষার মৌসুম আর তাই চিন্তা বাড়াচ্ছে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকার মানুষদের। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তছনছ করে দিয়েছিল সুন্দরবনের একাধিক এলাকা একাধিক নদী বাঁধ ভগ্নপ্রায় দশা। যে কোন মুহূর্তে সেই বাঁধ ভেঙে এলাকায় ঢুকতে পারে জল। আর তাই কপালে হাত পড়েছে উপকূলবর্তী এলাকার মানুষদের। প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার কসতলা, মন্দিরতলা, ধবলাট, মুড়িগঙ্গা সহ নামখানা, পাথরপ্রতিমা, মৌসুনি, ঘোড়ামারা একাধিক জায়গায় এর আগে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল এলাকা। একদিকে প্রবল বর্ষণে উত্তরবঙ্গ যখন প্লাবিত তখন দক্ষিণবঙ্গের কথা চিন্তা করেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঙ্গাসাগরে পৌঁছালো বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি টিম। মূলত এদিন গঙ্গাসাগরে একাধিক দুর্বল নদী বাঁধ ঘুরে দেখেন। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি ও সেচ দপ্তর এর আধিকারিকেরা। গঙ্গাসাগরে কসতলা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর আগে প্রায় সাড়ে ৩৫০ মিটার নদী বাঁধ ভেঙে চলে গিয়েছিল নদী গর্ভে। সেই এলাকায় ঘুরে দেখেন বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি,সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ও সংসদ।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের ঘাটতি আটকে দিচ্ছে অগ্রগতি

শিক্ষার হাল /৩

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করছে ১,৬৩,০৩,০২৬ জন এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রী রয়েছে ৪৬,৫৯৫ জন। অন্যদিকে, প্রাইভেট আন এইডেড বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে ২৭,৪১,০৩২ জন ছাত্র–ছাত্রী। পশ্চিমবঙ্গে মোট সি ডব্লিউ এসএন বা বিশেষভাবে সক্ষম যে সকল শিশু পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশুনা করছে তাদের সংখ্যাটাও কিন্তু নেহাত কম নয় (১,২৯,৩৯৯ জন)। ২০১৫–১৬ সালে এ রাজ্যে মোট পাঠদানে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৫,৬৫,৬৪৬ জন। ওই বছরে কেবলমাত্র সরকারি বিদ্যালয়ে পাঠদানকারী শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৪,৪৭,৮১৪ জন এবং প্রাইভেট বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৯১,৯১২ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। অপরদিকে, মাদ্রাসা ও অস্বীকৃত বিদ্যালয়গুলিতে মোট ২৫,২১৭ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা পাঠদানে নিযুক্ত ছিলেন। লিঙ্গ অনুপাতে মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা ৪৩.২৭ শতাংশ ও পুরুষ শিক্ষক মহিলাদের তুলনায় ১২শতাংশ বেশি (৫৫.৪০ শতাংশ)। ইউডাইস প্লাস ২০২০–২১ এর রিপোর্ট থেকে অবশ্য লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্বের ২০১৫–

১৬ সালের তুলনায় শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা এ রাজ্যে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫,৭৪,১২৪ জন। এর মধ্যে আবার সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা ৪,৬৯,৮০৪ জন ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে টিচার রয়েছেন মাত্র ১০০৩ জন। অপরদিকে, প্রাইভেট স্বীকৃত কিন্তু অসাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা ৯১,৮১৯ জন। আর অন্যান্য সমস্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত টিচার রয়েছেন ১১,৪৯৮ জন। প্রাথমিক স্তরে ৩০:১, উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ২৮:১, মাধ্যমিক স্তরে ১৮:১ ও উচ্চ মাধ্যমিকে ২৭:১ অনুপাতে শিক্ষক–শিক্ষিকা রয়েছেন। এবার দেখা যাক শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেটের কত অংশ বরাদ্দ করা হয় এরাজ্যে। ২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে মোট ৩৭,০৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, যেটা ছিল রাজ্যের মোট বাজেটের ১৪.৪৯ শতাংশ। একটু দেখে নেওয়া যাক্ অন্যান্য রাজ্যগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়। জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লিতে ২০২০–২১ সালের শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৫,৮১৫ কোটি টাকা (২৪.৩৩ শতাংশ) মহারাষ্ট্রে ২০২০ সালে বরাদ্দ হয়েছিল ৩১,৯৫৫ কোটি টাকা (বাজেটের ১৯ শতাংশ), উক্ত বছরে কেরালাতে ধার্য করা হয়েছিল ২০,৪৬২ কোটি টাকা (১৪.৪৬ শতাংশ) এবং বিহারের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫,১৯১ কোটি টাকা (১৬.৬২ শতাংশ)।

২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬,৯৮,৬২৮ জন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলি বলেন, 'বিগত বছরের (২০২২ সালের) মোট ১০,৯৮,৭৭৫ জন ছাত্র–ছাত্রীর তুলনায় এবার (২০২৩ সালে) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সরাসরি অনেকটাই নেমে এসেছে।'

(ক্রমশঃ)

উত্তরের আঙিনায়

পুজোর আগেই পাকা সেতু নির্মাণ

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: গত রবিবার শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৪ নং ওয়ার্ডের ই ব্লক পার্ট–১ এবং পার্ট–২ –র (মোর বাজার) মধ্যে সংযোগকারী ফুলেশ্বরী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণ করা হবে আসন্ন পুজোর আগে । এই উপলক্ষে এদিন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব .সেচ দপ্তর, পি এইচ ই এবং পুর নিগমের বাস্তুকারদের নিয়ে প্রকল্পস্থান পরিদর্শন করেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে ওই অঞ্চলের নাগরিকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে অস্থায়ীভাবে একটি জয়েজ ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও উক্ত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। এই জল সংকট মেটাতে চাপা কল, কুয়ো বসিয়ে পাশাপাশি জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে ।

বৃষ্টিপাতের কারণে ব্যবসায়ে মন্দা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: বেশ কিছুদিন ধরে বৃষ্টিপাত চলছে প্রায় অবিরাম গতিতে। শিলিগুড়িতে বেশ কিছুদিন ধরেই বৃষ্টিপাত অব্যাহত। সাধারণ জনজীবন কিছুটা ব্যাহত হয়ে পড়েছে বৃষ্টিপাতের দরুন। বেশি যেদিন ধরে রোদের দেখা নেই বললেই চলে। ভোরের দিকে অঝরে বৃষ্টি হয়েছে। সকাল থেকে মেঘলা আকাশ আর মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের কারণে রাস্তায় অন্যদিনের তুলনায় লোকজনের সংখ্যা কিছুটা কম। ব্যবসায় প্রস্তুতি ও সুবিধার জন্য নয়। এই প্রসঙ্গে এক খুচরা বিক্রেতার শান্তনু সরকার জানান, বিগত কিছুদিন ধরে শিলিগুড়িতে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। পাহাড়ে তো ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টিপাতের কারণে রাস্তাঘাটে লোক সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে, পাশাপাশি ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো নয়। বৃষ্টিপাতের কারণে অনেকে বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না, সে কারণে দোকানে খরিদ্দারদের আনাগোনা অনেকটাই কমে গেছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ জুন – ২৮ জুন, ২০২৪

মেষ রাশি : মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি। চঞ্চলতা বৃদ্ধির দরুন কোন জিনিস কোথায় রাখছেন সে খেয়াল থাকবে না। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য ও চাকরি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সর্দি–কাশি বা ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার, হনুমান দর্শন করুন ও বুঁদি চড়ান।

বৃষ রাশি : শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। চাকরিতে সমস্যা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। নিকট আত্মীয়ের বিয়ের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ থাকলেও তা মিটে যাবে। তীর্থ ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা। আয়ভাব শুভ। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ঘরের মহিলাদের বস্ত্র দান করুন।

মিথুন রাশি : স্বজনদের ব্যবহারে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। সঞ্চিত ধন ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সন্তানের পড়াশোনায় শুভ ফল লাভে সম্ভাবনা। মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তায় চলুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : ঘরের মা, বোনকে চুরি ভেট দিন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। হঠাৎ অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। সন্তানের কৃতিত্বে খুশির জোয়ার। ধর্মে–কর্মে ব্রতী ও ঈশ্বরানুরাগী হয়ে উঠবেন। পদোন্নতিতে বাধা, আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতত্ত্র রাত্রে শোয়ার আগে দুধ পান করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। চাকরি পেলেও তার স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পেতে বিলম্ব। বিবাহে বাধা। অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রপ্তির সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া, পায়ের সমস্যা, ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার :ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন।

কন্যা রাশি : অন্যমনস্কতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা দ্রব্যাদি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। বিবাহে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযৌগের সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তার সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা।

প্রতিকার : ঘরে একটি গাছ লাগান।

তুলার রাশি : হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। ধনাভাব শুভ হওয়ায় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

প্রতিকার :শ্রী সুক্তের পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। তবে সন্তান থেকে সুখ পাবেন। আরামপ্রিয় হয়ে উঠবেন। মান–সম্মান বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে ও গবেষণায় সাফল্যে বাধা। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : হনুমানকে সিঁদুর চড়ান।

ধনু রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয় হবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। পেশাদারি কর্ম বা ব্যবসায় কিন্তু সাফল্য হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কোনো পুজারীকে বস্ত্র দান করুন।

মকর রাশি : মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে মামলা–মোকদ্দমা পর্যন্ত হতে পারে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। চাকরিতে সাফল্যে বাধা ও ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। ভ্রমণ না করাই শ্রেয়। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা। পদোন্নতিতে বাধা। আর্থিক কষ্ট থাকলেও ঈশ্বরের আর্শীবাদে সমস্ত কষ্ট থেকে রেহাই পাবেন।

প্রতিকার :ঘর বা অফিসের কর্মচারী বা চাকরদের আর্থিক সাহায্য।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের নিকট সব রকম সাহায্য মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা থেকে রেহাই পাবেন। কোনো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে শয্যাগত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারে বাধা হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটা সাবলম্বী হবেন। পদোন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের জন্য স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হতে পারে।

প্রতিকার : রাধা–কৃষ্ণের আরাধনা করুন।

মীন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক সাহায্য বা দ্রব্যাদি পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রিয়জনের মতামত নিয়ে তবে কোনো কার্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সঙ্গে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভ্রমণের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। রোগ হলেও তা থেকে আরোগ্যের সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : পাখিদের জন্য খাপে সাতটি আলাদা ধরনের অন্ন দিন।

কাজের খবর

সেবিতে ৯৭ অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া অফিসার গ্রেড–এ (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) পদে ৯৭ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব শাখায় : জেনারেল, লিগ্যাল, ইনফর্মেশন টেকনোলজি ও রিসার্চ। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (জেনারেল): যে কোনো শাখার মাস্টার ডিগ্রি কিংবা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বা, আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও আবেদন করতে পারেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, চার্টার্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট, কোম্পানি সেক্রেটারি কিংবা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট কোর্স পাশরাও আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৬২টি (জেনাঃ ৩৪, ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্রু.এস. ৬)। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (লিগ্যাল): আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ইনফর্মেশন টেকনোলজি): ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কিংবা ইনফর্মেশন টেকনোলজির পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। শূন্যপদ: ২৪টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (রিসার্চ): ইকনমিক্স, কমার্স, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইকনোমেট্রিক্স, কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স, ফিনান্সিয়াল ইকনমিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল ইকনমিক্স, বিজনেস ইকনমিক্স, অ্যাগ্রিকালচার ইকনমিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমিক্স কিংবা বিজনেস অ্যানালিটিক্সের মাস্টার ডিগ্রি কিংবা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ): হিন্দি প্রধান বিষয় ও সংস্কৃত/ইংরিজি/ ইকনমিক্স/ কমার্স বিষয় নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ইঞ্জিনিয়ারিং– ইলেক্ট্রিক্যাল): ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৩১–৩–২০২৪এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ১–৪–১৯৯৪ বা, তারপর। তপশিলী, ও.বি.সি.রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। মূল মাইনে: ৪৪,৫০০–৮৯,১৫০ টাকা।– প্রার্থী বাছাই হবে দুটি ফেজে। প্রথম ফেজের পরীক্ষা হবে অনলাইনে। পরীক্ষা হবে ২৭ জুলাই, কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, ধানবাদ, জামশেদপুর, রাঁচী, আগরতলা, গ্যাংটক। প্রথম ফেজে ২০০ নম্বরের দুটি পেপার থাকবে। প্রথম পেপারে ১০০ নম্বরের মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, টেস্ট অফ রিজনিং। সময় থাকবে ৬০ মিনিট। দ্বিতীয় পেপারে ১০০ নম্বরের ৪০ মিনিটের পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর। দ্বিতীয় ফেজের পরীক্ষা হবে ৩১ আগস্ট আর ১৪ সেপ্টেম্বর (ইনফর্মেশন টেকনোলজি শাখার বেলায়)। প্রথম পেপারে ১০০ নম্বরের ৬০ মিনিটের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইংরিজি ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের টেস্ট আর দ্বিতীয় পেপারে জেনারেল স্ট্রিমের বেলায় ১০০ নম্বরের ৯০ মিনিটের, লিগ্যাল স্ট্রিমের বেলায় ১০০ নম্বরের ১২০ মিনিটের, ইনফর্মেশন টেকনোলজি ও রিসার্চ স্ট্রিমের বেলায় ১০০ নম্বরর ২১০ মিনিটের, অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজের বেলায় ১০০ নম্বরের ৯০ মিনিটের আর ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার বেলায় ১০০ নম্বরের ৪০ মিনিটের পরীক্ষায় থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রশ্ন। এম.সি.কিউ. টাইপের পার্টে নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে। দ্বিতীয় ফেজের পরীক্ষায় প্রথম পেপারে ৩০% ও দ্বিতীয় পেপারে ৪০% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। এরপর হবে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩০ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.sebi.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, অনলাইনে দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

উত্তর–পূর্ব রেলে ১,১০৪ অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোরখপুর: উত্তর– পূর্ব রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১,১০৪ জন লোক নেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: ফিটার, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কার্পেন্টার, পেইন্টার, মেশিনিস্ট, টার্নার। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ১ ২৬– ২০ ২৪"এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের কোন ডিভিশনে কটি শূন্যপদ : গোরখপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ৪১১টি। এর মধ্যে ফিটার ১৪০টি (জেনাঃ ৫৭, তঃজাঃ ২১, তঃউঃজাঃ ১০, ও.বি.সি. ৩৮, ই.ডব্লু.এস. ১৪, প্রাঃসংকঃ ৪, প্রতিবন্ধী ৬)। ওয়েল্ডার ৬২টি (জেনাঃ ২৫, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৭, ই.ডব্লু.এস. ৬, প্রাঃসংকঃ ২, প্রতিবন্ধী ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৭টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২, প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। কার্পেন্টার ৮৯টি (জেনাঃ ৩৬, তঃজাঃ ১৩, তঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ২৪, ই.ডব্লু.এস. ৯, প্রাঃসংকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ৩)। পেইন্টার ৮৭টি (জেনাঃ ৩৫, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ২৩, ই.ডব্লু.এস. ৯, প্রাঃসংকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ৩)। মেশিনিস্ট ১৬টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ২, প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)।১২১৩গোরখপুর ক্যান্ট সিগন্যাল ওয়ার্কশপে ৬৩টি। এর মধ্যে ফিটার ৩১টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩. প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২)। মেশিনিস্ট ৬টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ২. ই.ডব্লু.এস. ১)। ওয়েল্ডার ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। কার্পেন্টার ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। টার্নার ১৫টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ২, শতঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, প্রতিবন্ধী ১)। গোরখপুর ক্যান্ট ব্রিজ ওয়ার্কশপে ৩৫টি। এর মধ্যে ফিটার ২১টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২, প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। মেশিনিস্ট ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। ওয়েল্ডার ১১টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২.. .ই.ডব্লু.এস. ১)। ইজ্জতনগর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ১৫১টি। এর মধ্যে ফিটার ৩৯টি (জেনাঃ ১৬, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১০, ই.ডব্লু.এস. ৪, প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২)। ওয়েল্ডার ৩০টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। কার্পেন্টার ৩৯টি (জেনাঃ ১৫, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪, প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩২টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৫, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৯, ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। পেইন্টার ১১টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, প্রাঃসংকঃ ১)। ইজ্জতনগর ডিজেল শেডে ৬০টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩০টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। মেকানিক ডিজেল ৩০টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। ইজ্জতনগর ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ৬৪টি। ফিটার ৬৪টি (জেনাঃ ২৬, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৭, ই.ডব্লু.এস. ৬, প্রাঃসংকঃ ২, প্রতিবন্ধী ৩)। লখনৌ জংশন ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ১৫৫টি। এর মধ্যে ফিটার ১২০টি (জেনাঃ ৪৯, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৯, ও.বি.সি. ৩২, ই.ডব্লু.এস. ১২, প্রাঃসংকঃ ৪, প্রতিবন্ধী ৫)। ওয়েল্ডার ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। কার্পেন্টার ১১টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১. প্রতিবন্ধী ১)। ট্রিমার ৬টি (জেনাঃ ২. ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ২)। মেশিনিস্ট ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ২)। পেইন্টার ৬টি (জেনাঃ ২. ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। গন্ডা ডিজেল শেড ৯০টি। এর মধ্যে ওয়েল্ডার ২টি (জেনাঃ)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২০টি (জেনাঃ ৮. তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫. ই.ডব্লু.এস. ২, প্রাঃসংকঃ ১. প্রতিবন্ধী ১)। মেকানিক ডিজেল ৫৫টি (জেনাঃ ২৩, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৫, ই.ডব্লু.এস. ৫. প্রাঃসংকঃ ২, প্রতিবন্ধী ২)। ফিটার ১৩টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, প্রতিবন্ধী ১)। বারাণসী ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ৭৫টি। এর মধ্যে ফিটার ৬৬টি (জেনাঃ ২৬, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৮, ই.ডব্লু.এস. ৭. প্রাঃসংকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ৩)। ওয়েল্ডার ২টি (জেনাঃ)। কার্পেন্টার ৩টি (জেনাঃ)। পেইন্টার ২টি (জেনাঃ)। ট্রিমার ২টি (জেনাঃ)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: NER/RRC/Act Apprentice/2024–25, Dated 12.06.24. ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১১ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.ner.indianrailways.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন: বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, ই.ডব্লু.এস. সার্টিফিকেট। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, ই.ডব্লু.এস., প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

২১১ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেনি নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই : দ্য কটন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, জুনিয়র কমার্শিয়াল এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (জেনারেল), জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (অ্যাকাউন্টস) পদে ২১১ জন্য লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (মার্কেটিং): অ্যাগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বা, অ্যাগ্রিকালচার রিলেটেড এম.বি.এ. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৩০,০০০– ১,২০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১১টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (অ্যাকাউন্টস) : চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা, সি.এম.এ. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৩০,০০০–১,২০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২)। জুনিয়র কমার্শিয়াল এক্সিকিউটিভ: মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে অ্যাগ্রিকালচারের বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২২,০০০– ৯০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২০টি (জেনাঃ ৪২, ই.ডব্লু.এস. ১২, ও.বি.সি. ৩৯, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৯)। জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (জেনারেল): মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে অ্যাগ্রিকালচারের বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২২,০০০– ৯০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৩)। জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (অ্যাকাউন্টস): মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২২,০০০–৯০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪০টি (জেনাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ৬)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১২– ৬–২০২৪"এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বিজ্ঞপ্তি নং: Advt. No. DR/CCI/2024, Dated: 12/06/2024.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতের কলকাতা, পটনায়। এই পরীক্ষায় ১২০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। জুনিয়র কমার্শিয়াল এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (জেনারেল), ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (মার্কেটিং) পদের বেলায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল ইংলিশ–১০টি, রিজনিং ১০টি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড– ১০টি, জেনারেল নলেজ–১০টি, ল্যাঙ্গোয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ২০টি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ৬০টি। জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (অ্যাকাউন্টস) ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (অ্যাকাউন্টস) পদের বেলায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে জেনারেল ইংলিশ – ১৫টি, রিজনিং – ১৫টি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড – ১৫টি, জেনারেল নলেজ–১৫টি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ৬০টি। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.cotcorp.org.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাঃসংকঃ হলে ৫০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

শব্দবার্তা ২৯৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অবজ্ঞা, উপেক্ষা ৪। হাতি ৫। এমন লোককে গোপন কথা না বলাই ভালো ৭। নিযুক্ত, বলবৎ ৯। প্রাচিন, পুরাতন ১০। গৃহস্থলি ১১। পরাজয়, পরাভব ১২। চিনি ও ফলের রস মিশ্রিত পানীয়।

উপর–নীচ

১। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব ২। পরমানন্দ ৩। একধরনের মাছ ৪। অনুপস্থিত ৬। নানারকমের, বিবিধ সধঃপতি ১০। যিনি বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে দেন ১১। কর।

সমাধান : ২৯৮

পাশাপাশি : ১। অবস্থান ৪। মতাবলম্বী ৫। সরকার ৭।আজকাল ৯। বিকারহীন ১০। তসবির।

উপরনীচ : ১।অবভাস ২। নমস্কার ৩। অলটপিকা ৬। রজঅস্তি ৭। আইনত ৮। লঙ্কেশ্বর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

অটো–স্কুটি সংঘর্ষে, জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : অটো–স্কুটি মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন তিন অটোযাত্রী। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং–হেড়োভাঙ্গা রোডের তাঁতকল মোড় সংলগ্ন এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন নজরুল মণ্ডল, নাজিরা মণ্ডল ও তাইহার ঘরামী। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলতলির কচিয়ামারার বাসিন্দা নজরুল তার পরিবারকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সোমবার সকালে চিকিৎসা করিয়ে অটোয় চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন। তাঁতকল মোড় এলাকায় একটি স্কুটির সাঙ্গে অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় অটোর ৩ জন যাত্রী। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জঙ্গলে মধু ভাঙতে গিয়ে বাঘে আক্রান্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : সরকারের নিয়ম মেনে বিভিন্ন এলাকার মানুষজন জঙ্গলে মধু ভাঙতে গিয়েছে। সেই রকম গত মঙ্গলবার দিন ৭ জন সঙ্গীদের সঙ্গে করে নিয়ে পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের সত্য দাসপুর এলাকার বাসিন্দা (৩০) গোপাল মল্লিক নৌকা নিয়ে জঙ্গলে মধু ভাঙতে যায়, মধু ভেঙে শনিবার সকালে নৌকায় বসে যখন খাবার উপক্রম করছিল, তখন পেছনের দিক থেকে বাঘ আমন্ত্রণ করে তাকে, জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। সঙ্গী সাথীরা বহু চিৎকার চেঁচামেচি করেও যুবককে উদ্ধার করতে পারেনি। পরে খবর পেয়ে পরিবারের লোকজনেরা খবর গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা এবং বনদপ্তরকে লিখিত অভিযোগ করেন। তাদের লিখিত অভিযোগ পেয়ে গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা পুলিশ ও বনদপ্তরের আধিকারিকরা জঙ্গলের মধ্যে তল্লাশি চালাচ্ছে। পরিবার সূত্রে খবর, একমত্র উপার্জনই ছিল গোপাল মল্লিক, মারা যাওয়ায় অথৈই জলে ভাসছে এই সংসার।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে টোটো,জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার দুপুর,প্রখর রৌদ্রের তাপে রাস্তায় পথচলতি মানুষজন নেই বললেই চলে।ঠিক সেই মুহূর্তে একটি টোটো গাড়ি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল রাস্তার পাশে একটি দোকানে। ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন হৃদয় সরদার নামে এক যুবক।ঘটনার মুহূর্তে ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় ওই যুবককে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।টোটো গাড়িটি আটক করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে বাসন্তীর সোনাখালি থেকে একটি টোটো গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন বাবুসোনা সেখ নামে এক যুবক। ক্যানিং ব্রীজরোড এলাকায় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আকলিমা সরদার নামে এক মহিলার দোকানের ঝাঁপ ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। দোকানের বেঞ্চে বসেছিলেন হৃদয়। গুরুতর জখম হয়।ঘটনার মুহূর্তে দৌড়ে আসেন কর্তব্যরত ক্যানিং ট্রাফিক ওসি স্বপন দাস ও এএসআই অসিত মণ্ডল। উদ্ধার করেন জখম যুবককে। তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। অন্যদিকে, টোটো গাড়িটি আটক করে ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ক্রাইম ডেস্ক

যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ১ পঞ্চায়েতের ক্যানিং মুড়িবাজার এলাকায়। সাতসকালে এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ক্যানিং থানার পুলিশ যুবকের দেহটি উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করেন। মৃতের নাম অভিজিত দাস(২৯)। মৃতের বাড়ি ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের শ্রীপল্লি এলাকায়। মৃতের পরিবারের লোকজন ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে ওই যুবক এলাকায় এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন চুরি করেছিল।সেই নিয়ে বচসা হয়। যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে মীমাংসা হয়ে যায়। ঘটনার পর ওই যুবক বাইরে গিয়েছিল কাজ করতে। তিনদিন আগে বাড়িতে ফিরেছিল সে। পরিবারের লোকজনের দাবি,তাকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। শরীরের একাধিক জায়গায় মারের দাগ রয়েছে।তবে কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত নির্দিষ্টভাবে জানাতে পারেনি পরিবারের লোকজন। তাদের দাবি পুলিশ তদন্ত করলে সত্য উদ্ঘাটন হবে।

রেশন দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার এক

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : প্রচুর সংখ্যক সরকারি রেশন সামগ্রিকসহ একজনকে গ্রেপ্তার করল কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্ট কোষ্টাল থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে কাকদ্বীপের স্বরুপনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি মেশিন ভ্যান ভর্তি রেশন সামগ্রী ধরে পুলিশ। উদ্ধার হয় প্রায় ৪৫ বস্তা আটার প্যাকেট। এই সমস্ত আটার প্যাকেট কোথা থেকে এসেছে কোথায় যাচ্ছিলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হারউড পয়েন্ট কোষ্টাল থানার পুলিশ। ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করাহয়। এই ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে নিয়ে যাওয়া। ধৃত ব্যক্তির নাম মধুসূদন দাস । ধৃতের বিরুদ্ধে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৯,৪১৩,৪১৪আইপিসি ধারায় মামলা রুজু করেছে। ঘটনার আরও তদন্তের জন্য হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ বিচারকের কাছে পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে, তবে বিচারক ওই অভিযুক্তকে ৪ দিনের পুলিশের হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

সরকারপাড়ায় চার তলার ফ্ল্যাটে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : ১৫ জুন সকাল সাতটা নাগাদ মহেশতলা পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের জিনজিরা বাজার গোপালপুর সরকারপাড়ায় চারতলার একটি ফ্ল্যাটে সিলিন্ডার ফেটে করে ফ্লাটের এক অংশ উপর থেকে ভেঙে পড়ে, পাঁচ জন আহত হন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওইদিন সকাল সাতটা নাগাদ ওই ফ্ল্যাটের চারতলায় এক গৃহবধূ পূজা করছিলেন ধূপ জ্বেলে।

পুজোর ঘরের পাশের বারান্দাতে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিল, সেটা ভর্তি ছিল। কিন্তু ওই সিলিন্ডার থেকে যে গ্যাস বেরোচ্ছিল বাড়ির কেউ জানতে পারেনি। ওই গৃহবধূ যখন ফ্ল্যাটের নিচে নেমে আসে, তখন দেখে চারতলার ফ্ল্যাট থেকে আগুন ও ধোঁয়া বের হচ্ছে। তারপরই বিকট শব্দ হয় এবং ওপর থেকে ফ্লাটের একাংশ ভেঙে পড়ে। সেই সঙ্গে একটি এসিও ব্লাস্ট করে। ভেঙে পড়া পাঁচিলের ইটের আঘাতে কমবেশি পাঁচজন আহত হন। তিনজনকে বিদ্যাসাগর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুইটি ইঞ্জিন আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় কাউন্সিলর লিপিকা দত্ত সহ সিইএসসি'র আধিকারিকরা। কীভাবে ওই ফ্ল্যাটে আগুন লাগল তার তদন্ত শুরু করেছে মহেশতলা থানা। **ছবি : অরুণ লোধ**

বজ্রাঘাতে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী ও ক্যানিং: বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক দরিদ্র মৎস্যজীবির। মৃতের নাম রহমান মোল্লা(৩০)। বৃহস্পতিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত চুনাখালি গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় মৎস্যজীবি রহমান। প্রতিদিনই স্থানীয় নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। এদিন সকালে বাড়ির অদুরে নদীতে গিয়েছিলেন মাছ কাঁকড়া ধরতে। বিকাল নাগাদ আচমকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। ওই মৎস্যজীবি তখন বাড়িতে ফিরছিলেন।বাড়ির কাছাকাছি আচমকা বজ্রাঘাত হয়। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ওই মৎস্যজীবিকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করে। বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। এদিকে দরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুতে শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে ওই মৎস্যজীবির পরিবার।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার বিকালে শফিক মোল্লা (১৬) এক যুবকের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের পূর্ব শিবনগর গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকালে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়, সেই সময় মাঠে বীজতলা তৈরির জন্য আল দেওয়ার কাজ করছিল শফিক। আচমকা বজ্রাঘাতে মাঠে লুটিয়ে পড়ে। অন্যান্য সঙ্গীরা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রোগী মৃত্যু ঘিরে নার্সিংহোমে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগরে স্পন্দন নার্সিংহোমে এক রোগী মৃত্যুকে ঘিরে নার্সিংহোম ভাঙচুর।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকুলতলা থানার ৬ নং মনিরতটের বাসিন্দা বিমল সরকার মঙ্গলবার নিমপীঠে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন,পরিবারের অভিযোগ পথ দুর্ঘটনায় পায়ে চোট লাগে বিমল সরকারের, তড়িঘড়ি আনা হয় নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে,প্রাথমিক চিকিৎসার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়, রোগীর পরিবার জয়নগর স্পন্দন নার্সিংহোমে নিয়ে আসে। অভিযোগ রুগী কে এক্স রের রিপোর্ট করে বসিয়ে রাখা হয়, রোগীকে কোন ইনজেকশন বা ওষুধ দেওয়া হয়নি।কিছুক্ষন পরে হার্ট অ্যাটাকে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তারপর উত্তেজনা শুরু হয়,রোগীর পরিবার ভাঙচুর করে জয়নগর স্পন্দন নার্সিংহোম, আহত হয় দুজন নার্সিংহোমের কর্মী। অবশ্য নার্সিংহোমের মালিক হরিসাধন নস্কর জানান রোগীকে ভর্তি করা হয়নি, ডাক্তার দেখাতে এসেছিল ডাক্তার আসে তিনটের সময়।আর তার আগে এই ঘটনা ঘটে। এর জন্য নার্সিংহোম পক্ষ দায়ী নয়।তবে এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। মৃতদেহ বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

চট্টা–কালিকাপুরে রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা: ২০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের আশুতি কালিতলা থানার চট্টা কালিপুর এলাকার মোল্লাপাড়ায় সকালে ২ঘণ্টা রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বাঁশ দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয় মানুষজন। জলের লাইনের সংযোগের জন্য এই রাস্তায় কাজ হয়েছিল, কিন্তু রাস্তা ঠিকভাবে সংস্কার না হওয়ায় রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিনই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এর আগেও এই রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে পথ অবরোধ করেছিল মানুষজন। তখন আশুতি কালিতলা থানা থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল রাস্তা সারাই করে দেওয়া হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও সেই রাস্তার কাজ সংস্কার হয়নি। ঘটনাস্থলে আশুতি কালিতলা থানার বড়বাবু চিরঞ্জীব বিশ্বাস উপস্থিত হয়ে মানুষজনকে বোঝান এবং কথা দেন আগামী সোমবারের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কাজ হবে। তারপরই মানুষজন অবরোধ তুলে নেয়। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের বিডিও সুবর্ণা মজুমদার বলেন, আমি থানার বড়বাবুকে ঘটনাস্থানে পাঠিয়েছিলাম আগামী সোমবার থেকে ওই রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

উদ্ধার ১৮ জন মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফেরার সময় জলের হোস্ট পাইপ ফেটে ডুবে গেল একটি ট্রলার। ঘটনাটি ঘটেছে, বুধবার বঙ্গোপসাগরে কেঁদো দ্বীপের কাছাকাছি। তবে ডুবে যাওয়া ট্রলারে থাকা ১৮ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা হয়েছে। কাকদ্বীপ ওয়েলফেয়ার ফিসারমেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতির সুত্রে খবর এফ. বি. রাজনারায়ণ নামক একটি ট্রলার সমুদ্রে মাছ ধরে উপকূলে ফিরে আসছিল।

কেঁদো দ্বীপের কাছাকাছি হঠাৎই ট্রলারটির হোস্ট পাইপ ফেটে গিয়ে নিচ থেকে জল ঢুকতে থাকে। ধীরে ধীরে ট্রলারটি তলিয়ে যায়। ওই সময় ডুবে যাওয়া ট্রলারের পাশাপাশি থাকা এফ. বি. সপ্তর্ষি নারায়ণ নামক অন্য একটি ট্রলার দেখতে পায় দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি করে পৌঁছে ১৮ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে। তবে ট্রলারটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যদিও বা ট্রলারটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। তবে ওই ট্রলার থেকে উদ্ধার করা ১৮ জন মৎস্যজীবী সবাই সুস্থ রয়েছেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিষ্ণুপুরে দর্জিদের রুজি রোজগার বন্ধ ঘরে ঘরে অনশন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিন ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর খানার চক্এনায়েত নগর অঞ্চল পঞ্চায়েত অধীন চক্এনায়েত নগর, এনায়েত নগর, মীরপুর গ্রামের ৩০০ দর্জি পরিবার এবং এই থানার অন্যান্য গ্রামের প্রায় পাঁচশত দর্জি পরিবারের রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ কোন কাজ না পাওয়াতে ওস্তাগরগন জমিজায়গা সেলাইকল প্রভৃতি বিক্রয় এবং বন্ধক দিয়াছেন। তাঁদের পুঁজি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে চলছে অর্দ্ধাহার ও অনাহার। সংবাদে প্রকাশ আর্থিক সঙ্কটের জন্য মানুষ জামা কাপড় তৈরি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে এবং দোকানে কেনাকাটা খুব কমে যাওয়াতে জামাকাপড় ব্যবসায়ীরা আর ওস্তাগরদের বরাত দিচ্ছেন না। অবিলম্বে ব্লক অফিস মারফৎ এই সব অভাবগ্রস্থ দর্জিদের খয়রাতি সাহায্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দানের ব্যবস্থা করা দরকার। জেলখানার কয়েদি, পুলিশ এবং ট্রাম ও বাস কর্মীদের পোষাক তৈরীর কাজ ঠিকাদারদের না দিয়ে এইসব বেকার দজিদের দেবার ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত। এই মৃত্যুপথ যাত্রী দর্জিদের বাঁচাবার জন্য স্থানীয় এম, এল, এর কোন প্রচেষ্টা নেই কেন?

৮ম বর্ষ, ২২ জুন ১৯৭৪, শনিবার, ২৮শ সংখ্যা, ২৭শে আষাঢ়, ১৩৮১

ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘর ছাড়াদের সঙ্গে দেখা করলেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : ১৫ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের আমতলায় বিজেপির প্রার্থী অভিজিৎ দাসের কার্যালয়ে ভোট পরবর্তী হিংসায় যে সমস্ত মানুষজন ঘর ছাড়া আছেন তাদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি কোন সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হননি। সূত্রের খবর তিনি ঘর ছাড়া আক্রান্ত মানুষদের উৎসাহিত করেছেন। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। যাতে তারা দ্রুত বাড়ি ফিরতে পারেন এবং নিরাপত্তা পান সে ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে তিনি এবং রাজ্য বিজেপি নেতারা কথা বলবেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, প্রতিবারই নির্বাচনের পরে একই চিত্র দেখা যাচ্ছে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে, এই জিনিস চলতে পারেনা। যাতে তারা দ্রুত বাড়ি ফিরে গিয়ে পুনরায় মনোবল শক্ত করে আগামী দিনের জন্য লড়াইয়ে প্রস্তুত হতে পারে তার ব্যবস্থা রাজ্য বিজেপি নেতারা করবেন। প্রসঙ্গত এর আগেও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই সমস্ত ঘরছাড়া মানুষদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এদিন দিলীপ ঘোষের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অভিজিৎ দাস, ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ–সভাপতি সুফল ঘাটু প্রমুখ।

বাসন্তীতে টোটো উল্টে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: টোটো উল্টে গুরুতর জখম হল ২ জন স্কুল পড়ুয়া সহ এক টোটো চালক। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত টুঁড়ি বাজার এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছে স্কুল পড়ুয়া সাঞ্জিলা মোল্লা ও টোটো চালক আরবিন সেখ।স্থানীয়রা জখম দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন সকালে জনা কয়েক স্কুল ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে টুঁড়ি বাজার থেকে ভাঙনখালির কলতলায় এলাকায় একটি স্কুলে আসছিল একটি টোটোগাড়ি। টুঁড়ি বাজার এলাকায় আচমকা টোটো গাড়ি উল্টে গেলে গুরুতর জখম হয় দুজন।জখম দুজনের মধ্যে সাঞ্জিলা মোল্লার অবস্থা আশাঙ্কা জনক। ওই ছাত্রীর একটি পা ভেঙে গিয়েছে।

আসছে টাকা, নেই আইসিডিএস সেন্টার, এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

রবীন দাস, গঙ্গাসাগর : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দপ্তরে যখন দুর্নীতির অভিযোগ। এবার এক অভিনব দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগর ব্লকের রামকর চর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর পয়লা ঘেরি এলাকায় ৩১৮ নম্বর আইসিডিএস সেন্টার, খাতা কলমে থাকলেও দীর্ঘ ৬–৭ বছর ধরে চলছে লোকের বাড়িতে, প্রকৃত আইসিডিএস সেন্টার তৈরির দাবিতে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর।

অভিযোগ ৩১৮ নম্বর আইসিডিএস সেন্টার তৈরির জন্য এলাকার এক বাসিন্দা ২০১৪ সালে জায়গা দেয়, ২০১৮ সালে আই সি ডি এস সেন্টারেরের কাজ শুরু হয়, তবে কেবলমাত্র নিচের গ্রাউন্ড ফ্লোরের টাইপিং পর্যন্ত তৈরি হয়ে, অনিবার্য কারণবশত বন্ধ হয়ে যায়।

দেখতে দেখতে দীর্ঘ সাত আট বছর কাটলো, এখনো পর্যন্ত আইসিডিএস সেন্টার তৈরি না হলেও আইসিডিএস সেন্টার রং করার টাকা সংস্কারের টাকা, নলকূপ সংস্কারের টাকা আসছে এমনকী মাঝে মধ্যে কন্টাকটার কাজ করার জন্য এসে ফিরে যাচ্ছে স্কুলের শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলে।

এলাকাবাসীর দাবি, যদি আইসিডিএস সেন্টার তৈরি

না হয়, তাহলে কীভাবে এই সেন্টারের জন্য বরাদ্দ টাকাগুলো আসছে। তাহলে কি এই সেন্টার তৈরি হয়েছে কেউ টাকা তুলে নিয়েছে। প্রশ্ন বিক্ষোভকারীদের।

তবে এই বিষয়টি নিয়ে ওই আইসিডিএস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান ২০১৪ সালে জানুয়ারি মাসে রেজিস্ট্রেশন হয় এই আইসিডিএস সেন্টারটি এবং ২০১৫ সালে সংস্থেশন হয় তবে খাতা–কলমে এটা আইসিডিএস সেন্টার থাকলেও আইসিডিএস সেন্টারটি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এলাকার মানুষজন ও কিছুদিন পরে অন্য লোকের কারোর বাড়িতে আইসিডিএস সেন্টার চলে আসছে তিনি আনো জানান ২০১৮ সালের রামপুর অঞ্চলের প্রধান তিনি এই আইসিডিএস সেন্টার উদ্বোধন করেন,

তবে আইসিডিএস সেন্টার না থাকার সত্ত্বেও কিভাবে উদ্বোধন হয় ও দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে সংস্কারের কাজের টাকা আসছে সেগুলো কোথায় যাচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে স্বরূপ হয় বিজেপির কর্মীরা।

বিজেপি কর্মী ও এলাকাবাসীদের অভিযোগ অবিলম্বে এই আইসিডিএস সেন্টারটি নির্মাণ করা হোক।।

তবে এই বিষয়টি নিয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সঙ্গে কথা বলে তিনি জানান এই বিষয়টি তিনার নজরে ছিল না তিনি খতিয়ে দেখবেন যদি কোন এই বিষয়ে কোন ব্যক্তি দোষী থাকে শাস্তিও দেবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ২২ জুন – ২৮ জুন, ২০২৪

নৈরাজ্য না নেই রাজ্য

হৈ হৈ করে সারা দেশে ভোট পর্ব মিটেছে। ভিডিও ও পাল্টা ভিডিও পর্ব, বাক্‌যুদ্ধ, দোষারোপ নানা পর্ব এখন অতীত। শুধু প্রাক ভোট পর্ব আর ভোটের দিনের হিংসা তাড়া করে বেড়াচ্ছে আজও। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ভোটের হিংসা অব্যাহত। ঘরছাড়াদের নিয়ে ধারবাহিক চাপানউতোরের মাঝে নৈরাজ্যের নানাচিত্র ধরা পড়েছে। কোথাও ডাকাতি শুটআউট হিংসার খুল্লাম খুল্লা প্রকাশ। রাজ্যের একের পর এক নানা ক্ষেত্রের দুর্নীতি এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। বিশেষ করে চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে যে বিপুল নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে তা সারা ভারতের চোখে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা চিহ্ন তুলে দিয়েছে।

কথায় বলে ছোঁয়াচে ব্যধি বড় ভয়ঙ্কর। সারা ভারতে সাম্প্রতিক অতীতে 'ব্যাপম' কেলেঙ্কারির কথা ছাড়া বড় তেমন দুর্নীতির সংবাদ মানুষের নজরে আসেনি। হঠাৎই ছোঁয়াচে রোগের মতো সারাভারত ব্যাপী 'নীট' পরীক্ষায় বড়সড় জালিয়াতির খবর প্রকাশ্যে এসেছে। শুধু 'নীট' পরীক্ষা নয় এখন জানা গেছে দুর্নীতির কারণে ইউজিসির নেট পরীক্ষাও বাতিল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এসএসসির ওএমআর সিট কেলেঙ্কারি স্পর্শ করেছে কেন্দ্রীয় সরকারকেও। যে টাকার পাহাড় শিক্ষা দুর্নীতির পথে বেড়ে উঠেছিল সেই পথ কেটে শেষে দিল্লির পথ হয় উঠবে এমনটা লক্ষ লক্ষ সরল ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা স্বপ্নেও ভাবেনি। পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব যেমন জ্বলন্ত সমস্যা ঠিক তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিও প্রায় ডুমুরের ফুল হয়ে উঠছে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার ক্রমশ শিক্ষা দুর্নীতিতে বেকারত্বের নিরিখে প্রতিযোগিতায় নেমেছে বলে মনে হচ্ছে।

সম্প্রতি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কেন্দ্রীয় চাকরির চিত্রটা পরিষ্কার করেছে। জনৈক আরটিআই কর্মী চন্দ্রশেখর গৌড়ের আবেদনের ভিত্তিতে জানা গেছে এই মুহূর্তে ট্রেনের চালক পদে ১৪ হাজার ৪২৯, সেফটি ক্যাটেগরিতে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৩৪ এবং গ্রুপ সি পদে রেলের শূন্যপদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯০২টি। সহচালকদের শূন্য পদের সংখ্যা ১ মার্চ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৩৭টি। ভাবা যায়! এমন শূন্যপদ একদিনে হয়নি তবু হুঁশ হয়নি কোনও রেল মন্ত্রীরই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকেও এমনই চলছে। অবসরের পদ সেপদ আর পূরণ হচ্ছে না। দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আপোষ করা হচ্ছে অগ্নিবীর প্রকল্পে। এমনটাই অভিযোগ রাজনৈতিক মহলে। দেশের সক্রিয় তারুণ্যের প্রতি অবহেলার অভিযোগ উঠেছে, 'নৈরাজ্য কিংবা নেই রাজ্য' শেষ কথা নয়। অতীতের থেকে শিক্ষা নিয়ে, জাগ্রত জনমতের প্রতি সুবিচার করার দায়িত্ব শাসক শ্রেণির। কসমেটিক সার্জারি নয়, কর্মসংস্থান–ই দেশের যুবসমাজকে হতাশা, নৈরাজ্য থেকে মুক্তি দেবে। রাজ্যের উন্নতির পাশাপাশি দেশের উন্নতি হলেই দেশের সার্বিক বিকাশ, যা সমস্ত দেশবাসীর গর্বের দিন হবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

সেইভাবেই ব্রহ্ম এবং জগৎকে পৃথক সত্ত্বায় অনুভব করা অজ্ঞানজনিত এবং উভয়ের মধ্যে অভিন্নভাব দর্শন করাই সত্যদর্শন। তেজ থেকে আলো স্ফুরিত হয়, ব্রহ্ম হতে জগৎ স্ফুরিত হয়। অজ্ঞানবশে জগৎ দর্শন এবং তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের সর্ববিদ্যমানতা দর্শন, এই উভয় দর্শনই যথাক্রমে অজ্ঞান ও জ্ঞান সাধিত। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে যাবতীয় সৃষ্টিতে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই দর্শন হয়ে থাকে। ব্রহ্মের যে জগদাকারে প্রকাশ তা কোন কারণবশে হয় না। তবে জীব, চিত্ত, বাসনা ইত্যাদির অনুভব মনের কারণেই হয়। দৃঢ় অভ্যাস ও জ্ঞানযোগবলে সেই মনের বিনাশ সাধন ক'রে ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব হয়। উপনিষদের উপদেশ এই যে, ভোগবিলাসে সামান্য বিরাগেই মানুষ উচ্চপদে আসীন হতে পারে এবং পূর্ণবৈরাগ্যে জীব মুক্তিপদ লাভ করে। অহংভাব না থাকলে জীব জন্ম–মৃত্যুর ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হয় না। ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্য যিনি নাম–রূপময় এবং জগৎকল্পনাশূণ্য ও দেহাদি উপাধিরহিত জ্ঞান করতে পারেন তাঁরই প্রকৃত জয়জয়াকার। জলের তরঙ্গের মত যে জীবচৈতন্য তা ঈশ্বরচৈতন্য থেকে আদৌ ভিন্ন নয়। অহংভাব উদিত হলেই ঈশ্বরচৈতন্য জগদাকারে বিধৃত হয় এবং তা নিমেষকালের মধ্যেই যুগযুগান্তর অনুভব করে। একটি পরমাণুকে কল্পনাবলে লক্ষভাগে বিভক্ত করলে তার প্রতিভাগের মধ্যে এইরকম জগৎ রচিত হয় এবং তা কল্পকালব্যপী সত্যবৎ প্রতীত হয়। এই হল অসীম ভ্রান্তি।

রাম বললেন, হে তত্ত্বজ্ঞরাজ! তত্ত্বজ্ঞগণ বিচারপ্রভাবে যখন নির্বিকল্প পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁদের দৈবাধীন যে দেহ, তা থাকে কেন এবং দৈব তখন কি দশা প্রাপ্ত হয়? বশিষ্ঠ বললেন, ব্রহ্মের চিৎশক্তি হল আদি মহানিয়তি। এই এই বস্তু এই স্বভাবসম্পন্ন হবে এই সঙ্কল্পের বৃত্তিরূপে মহানিয়তি সৃষ্টির আদিতে অক্ষর ব্রহ্ম হতে উদিত হন। মহানিয়তির সঙ্কল্প প্রভাবে এই বিশ্বজাল পরিবর্তিত ও বিস্তৃত হতে থাকে। দেব–দৈত্যাদি কল্পের প্রারম্ভ হতেই এই ভাবেই অবস্থিত আছেন। ব্রহ্ম, নিয়তি, এবং সৃষ্টি যে পার্থক্যশূণ্য, তা ব্রহ্মার মত সকল তত্ত্বজ্ঞগণ একই ভাবে অবগত আছেন। এই নিয়তিকে জেনেই ব্রহ্মা যথাবিধি সৃষ্টি করেন। মহানিয়তিকেই দৈব বলে। ইনি কাল ও বস্তুসমগ্রকে ব্যপ্ত করে থাকেন। এই পদার্থ এই স্বভাববিশিষ্ট হবে, এই সময়ে সৃষ্ট হবে, এই কালে লয় প্রাপ্ত হবে এই বিধিকে দৈব বলে। নিয়তির প্রভাবে পুরুষ অদৃষ্ট সত্তা লাভ করে। পুরুষের অদৃষ্ট নিয়তির সঙ্গে মিলিত অবস্থায় জগতের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে। পরে মহাপ্রলয়ে অদৃষ্ট ও নিয়তি ব্রহ্মে বিলীন হয়। হে রাম! ওই নিয়তি ও অদৃষ্ট পুরুষের চেষ্টাসাধ্য।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

লবণহ্রদ (সল্টলেক)

তখন গঙ্গা থেকে ড্রেজিং করে পলি এনে ভরাট করা হচ্ছে পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ জলাভুমি, ষাটের দশকের ছবি, কয়েক বছর পর এখানেই গড়ে উঠবে আধুনিক সল্টলেক সিটি, প্রাথমিকভাবে যার নাম ছিল 'নিউ ক্যালকাটা'

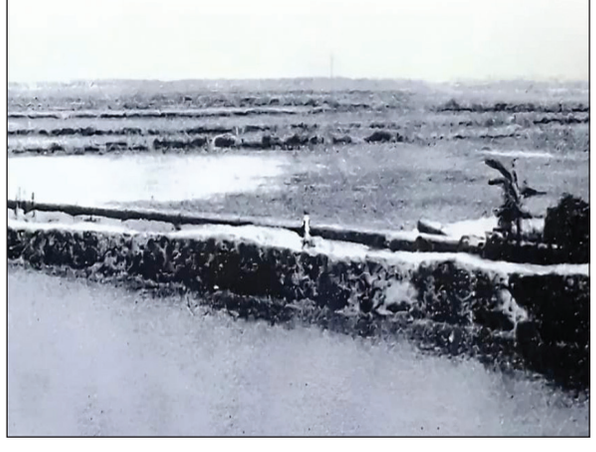

বাগদা উপনির্বাচনে নাগরিকত্ব ইস্যুতে বিজেপির পাল্লাভারি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

আগামী ১০ জুলাই রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। যার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণার বাগদা অন্যতম। এই আসনের বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকটে বিধায়ক হন। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে তিনি দল বদল করে তৃণমূলের টিকিটে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হন। একারণে তিনি বাগদা বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন। ফলে আসনটি বর্তমানে বিধায়ক শূন্য। এই উপনির্বাচনে বাগদা বিধানসভা কেন্দ্র সংবাদের শিরোনামে হওয়ার কারণ কেন্দ্রটি মূলত মতুয়া অধ্যুষিত। আর মতুয়াদের আঁতুরঘর ঠাকুর বাড়ির অন্দর বিজেপি এবং তৃণমূল এই দুটো রাজনৈতিক দলে বিভাজিত। এই মুহূর্তে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর বিজেপির পক্ষ থেকে সাংসদ হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। অন্যদিকে, এই বাড়িরই আর এক সদস্য মতুয়াবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। বুধবার তিনি বনগাঁ মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে মা মমতাবালা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে মনোনীত করা হয়েছে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাঙ্ঘের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য বিনয় বিশ্বাসকে। অন্যদিকে বামফ্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হিসেবে গৌরবাদিত্য বিশ্বাসের নাম ঘোষণা করা হয়। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি বনাম তৃণমূলের। মাত্র ২৬ বর্ষীয়া তরুনী মধুপর্ণা তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষনার পর জানান, রাজনীতিতে বাস্তবিক অর্থে আনকোরা হলেও, তার রক্তে রাজনীতি রয়েছে।

তিনি বলেন, 'জয়ের ব্যাপারে আমি সম্পূর্ন আত্মবিশ্বাসী। সিট তো আমরা জিতে বসেই আছি। এটা জাস্ট একটা ফর্মালিটি।' ঠাকুরবাড়ির এই তরুনী সদস্যাকে সামনে রেখে মতুয়া ভোট একত্রিত করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল শিবির। এদিনে বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাস নাম ঘোষনার পর বিজেপির বাগদা ২ নম্বর ব্লকের মণ্ডল সভাপতি সমীর কুমার বিশ্বাস তার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন বিজেপির বনগাঁ সাংগাঠনিক জেলা সভাপতির কাছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের তরফে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্বকে তুলে ধরা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'এখানে মতুয়া উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশ। সুতরাং অন্য কোনও সমীকরণ এখানে কাজ করবে না। সিএএ–এর সুফল সম্পর্কে এখানকার মানুষ ইতিমধ্যেই ওয়াকিবহাল হয়েছেন। নাগরিকত্ব প্রাপ্তি সম্পর্কে এখানকার মানুষ এখন অনেক নিশ্চিত। এখানে যে ভোট হচ্ছে তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এবং নাগরিকত্বকে সামনে রেখেই হচ্ছে। এর আগে যখন বিশ্বজিৎ দাস তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছিলেন, তখনও মানুষ তাকে দেখেও ভোট দেয়নি। নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপিকে দেখেই ভোট দিয়েছিল। এবারেও তাই হবে। তবে স্থানীয় একাংশ থেকে যে বিরোধীতা হচ্ছে , তা তুচ্ছ। কারণ, এই অংশটা নিতান্ত স্বার্থান্বেষী। স্থানীয় মানুষ এদের চেনে, জানে। ফলে এর কোনও প্রভাব ভোট বাক্সে পড়বে না। আর কয়েকটা দিন গেলে এইসব তথাকথিত প্রতিবাদীরা নিজে থেকেই ঘরে ঢুকে যাবে। ফলে এ নিয়ে কোনও প্রশ্নই আসেনা। আর শাসক দলের পক্ষ থেকে মধুপর্ণাকে দাঁড় করানোয় যদি মতুয়া ভোট কাটাকাটি হত, তাহলে তো লোকসভা নির্বাচনে বিশ্বজিৎই জয়লাভ করতেন। সুতরাং বাগদা বিধানসভা উপ নির্বাচনে বিজেপির জয়লাভ নিশ্চিত, এটা এখনই বলা যায়।

রাজ্যের ৪২ সাংসদের সামগ্রিক পরিচিতি

বরুণ মণ্ডল : অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যের জয়ী ৪২ জন সাংসদের আর্থিক অবস্থা কেমন, তাদের বয়স কত, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কত ইত্যাদি অবশ্যই নির্বাচন কমিশনে জমা করা স্বঘোষিত হলফনামার ভিত্তিতে অন্যান্য তথ্যের দিকে, তাদের পরিচিতির দিকে একটু লক্ষ্য করা যাক।

৪২ জন সাংসদের মধ্যে এবার তৃণমূল কংগ্রেস দলের জয়ী সাংসদ ২৯ জন। বিজেপি দলের জয়ী সাংসদ ১২ জন। আর বাকি একজন হলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের নির্বাচিত জয়ী সাংসদ।

এ রাজ্যের সদ্য নির্বাচিত ৪২ জন সাংসদের মধ্যে ৩৮ জন সাংসদের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকার বেশি। দলগত ভাবে কোটিপতি জয়ী সাংসদ হলেন, তৃণমূল কংগ্রেস দলের কোটিপতি সাংসদ ২৭ জন। বিজেপি দলের কোটিপতি সাংসদ হলেন ১০ জন আর জাতীয় কংগ্রেস দলের একজন সাংসদের মধ্যে একজনই কোটিপতি সাংসদ। তৃণমূল কংগ্রেস দলের জয়ী ২৯ জন সাংসদের গড় সম্পদের পরিমাণ ১৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৪২ টাকা। বিজেপি দলের জয়ী ১২ জন সাংসদের গড় সম্পদের পরিমাণ ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৩ টাকা। আর জাতীয় কংগ্রেসের দলের জয়ী ১ জন সাংসদের গড় সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ১০ হাজার ৩৬৮ টাকা।

৪২ জন সাংসদের মধ্যে প্রথম তিন উচ্চ সম্পদশালী বা বিত্তবান জয়ী সাংসদ হলেন : আসানসোল(৪০) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ প্রাক্তন সিনেমাভিনেতা পাটনাবাসী শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা(বয়স : ৭৭)। স্থাবর অস্থাবর সম্পদ মিলিয়ে তাঁর মোট সম্পদ ২১০ কোটি ৫০ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৩৮ টাকা। দ্বিতীয় জন হলেন জঙ্গিপুর(৯) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস দলের সদ্য জয়ী সাংসদ বিড়ি ব্যবসায়ী খলিলুর রহমান(বয়স : ৬৪)। স্থাবর অস্থাবর সম্পদ মিলিয়ে তাঁর মোট সম্পদ ৫১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৮৩ টাকা। আর তৃতীয় জন হলেন দার্জিলিং(৪) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিজেপি দলের সদ্য জয়ী সাংসদ বেসরকারি সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নয়া দিল্লিবাসী রাজু বিস্তা(বয়স : ৩৮)। স্থাবর অস্থাবর সম্পদ মিলিয়ে তাঁর মোট সম্পদ ৪৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৬৮ টাকা।

আবার ৪২ জন সাংসদের মধ্যে প্রথম ৩ কম সম্পদের অধিকারী জয়ী সাংসদ হলেন : পুরুলিয়া(৩৫) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদ্য বিজেপি দলের সাংসদ কৃষিজীবী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো(৩৯)। স্থাবর–অস্থাবর সম্পদ মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ২২৯ টাকা। দ্বিতীয়জন হলেন, আরামবাগ(২৯) থেকে নির্বাচিত সদ্য তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মিতালি বাগ(৪৭)। স্থাবর– অস্থাবর সম্পদ মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৫৫ টাকা। আর তৃতীয়জন হলেন আলিপুরদুয়ার(২) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিজেপি দলের সাংসদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোজ টিগ্গা(৫১)। স্থাবর– অস্থাবর সম্পদ মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ৫৭ লক্ষ ৫১ হাজার ২৩ টাকা।

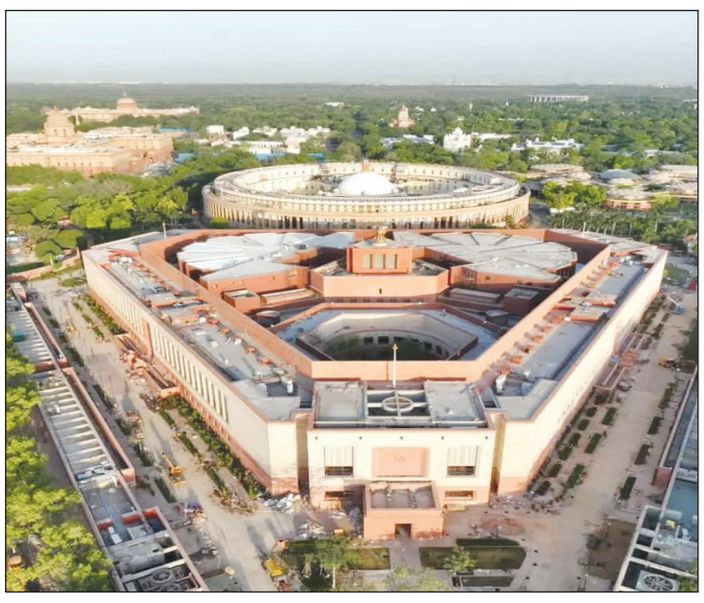

এ রাজ্যের ৪২ জন সাংসদের মধ্যে ২৮ জন উচ্চ দায়(ধারদেনা)বা লাইবেলিটিস যুক্ত জয়ী প্রার্থীর মধ্যে ধারের পরিমাণের বিচারে প্রথম ৩ জয়ী সাংসদ হলেন : আসানসোল কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা। বাজারে তাঁর ধারদেনা রয়েছে ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার ৭১০ টাকা। দ্বিতীয়জন হলেন বহরমপুর(১০) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস দলের সদ্য নির্বাচিত সাংসদ পেশাদার ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান(৪১)। বাজারে তাঁর ধারদেনা রয়েছে ১১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৫৮ টাকা। আর তৃতীয়জন হলেন বাঁকুড়া(৩৬) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস দলের সদ্য নির্বাচিত সাংসদ আইনজীবী অরূপ চক্রবর্তী(৬৮)। বাজারে তাঁর ধারদেনা রয়েছে ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৭ টাকা।

এবার, এ রাজ্যের ৪২ জন সাংসদের অন্যান্য তথ্যাবলীর দিকে লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে দেখা যাক কার শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটা। ৪২ জন সাংসদের মধ্যে তিন জন সাংসদ জানিয়েছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সামান্য মাধ্যমিক পাস(বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান, বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম ও মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া), চার জন সাংসদ জানিয়েছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাস (যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ, হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ প্রমুখ), ১৭ জন সাংসদ জানিয়েছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। আবার ছজন সাংসদ জানিয়েছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশাদার স্নাতক। ১০ জন সাংসদ জানিয়েছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর। একজন করে সাংসদ জানিয়েছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ডক্টরেট ও ডিপ্লোমা (এনারা হলেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী)।

এবার সদ্য ৪২ জন জয়ী সাংসদের বয়সের তথ্যের দিকে তাকানো যাক : পাঁচ জন জয়ী সাংসদ জানিয়েছেন তাঁদের বয়স ৩১ – ৪০ বছরের মধ্যে। হলফনামা ১০ জন সাংসদ জানিয়েছেন তাঁদের বয়স ৪১ – ৫০ বছরের মধ্যে। নজন সাংসদ জানিয়েছেন তাঁদের বয়স ৫১ – ৬০ বছরের মধ্যে। ১৫ জন সাংসদ জানিয়েছেন যে তাঁদের বয়স ৬১ – ৭০ বছরের মধ্যে এবং হলফনামায় তিন জন সাংসদ জানিয়েছেন তাঁদের বয়স ৭১ – ৮০ বছরের মধ্যে।

আর লিঙ্গ সাম্যতার দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, এ রাজ্যের জয়ী ৪২ সাংসদ মধ্যে মাত্র ১১ জন হলেন মহিলা সাংসদ। আর এদের প্রত্যেকেই হলেন তৃণমূল কংগ্রেস দলের।

ন্যাটোর প্রধান হচ্ছেন রুটে

সুমন্ত ভৌমিক

নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে ন্যাটোর পরবর্তী সেক্রেটারি জেনারেল হচ্ছেন। বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল স্টলটেনবার্গের পদে থাকার মেয়াদ আগামী অক্টোবরে শেষ হবে। তারপর রুটে এই দায়িত্বভার নেবেন। ন্যাটো সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০২৩ সালে ৫৭ বছর বয়সি রুটে তার অবসর ঘোষণার কথা ভুলে ন্যাটোর শীর্ষ পদে বসার ইঙ্গিত দিতে থাকেন। রুটে ন্যাটো দেশগুলোর প্রধানদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করেন। তিনি এতদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী থাকার সূত্রে তাকে আগে থেকেই জানেন। রুটে হলেন ইউক্রেনের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেতেও তার অসুবিধা হয়নি। পরে ন্যাটোর অন্য সদস্য দেশও তাকে সমর্থন জানায়। জোটের মধ্যে অভিযোগ ওঠে, রুটে অভিবাসীদের প্রতি নরম মনোভাব দেখাচ্ছেন। এর ফলে চার দলীয় জোট ভেঙে যায়। এরপর নির্বাচনে ডানপন্থিরা সবচেয়ে বেশি আসন পায়। রুটে তার রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে বড় হারের মুখে পড়েন। তারপর থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছেন। কারণ ডানপন্থি দল এখন সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছে।

২০২৩ সালের জুলাইতে ১৩ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী থাকার পর রুটে ঘোষণা করেন, তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন। নেদারল্যান্ডসের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রী। তবে হাঙ্গেরির ডানপন্থি জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের সমর্থন পেতে তার কিছুটা দেরি হয়। অরবানের সঙ্গে রুটের সম্পর্ক আগে খুব একটা মধুর ছিল না। রুটেকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, তিনি যতদিন ন্যাটোর নেতৃত্ব দেবেন, ততদিন হাঙ্গেরি ন্যাটোর সীমার বাইরে ইউক্রেনকে সাহায্য করবে না। অরবানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক খুব ভালো এবং তিনি ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন।

ন্যাটোর ৩২টি সদস্য দেশের বিরোধী স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য করে চলতে হবে, যাতে সকলে একসুরে কথা বলতে পারে। স্টলটেনবার্গ একটু নির্বিকার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার সাফল্যের পিছনে এই মনোভাব কাজ করেছে বলে মনে করা হয়। রুটে এমনিতে এমন একজন মানুষ, যিনি রসিকতা করতে পছন্দ করেন। যিনি সাধারণ বাড়িতে থাকেন। সাইকেলে করে অফিসে আসেন। মাঝেমধ্যে তিনি হেগ সেন্ট্রাল স্টেশনে পিয়ানো বাজান। তবে ন্যাটো প্রধান হিসাবে তাকে আরেকটু সিরিয়াস হতে হবে ও কূটনৈতিক পথে চলতে হবে।

ভিয়েতনাম সফরে পুতিন

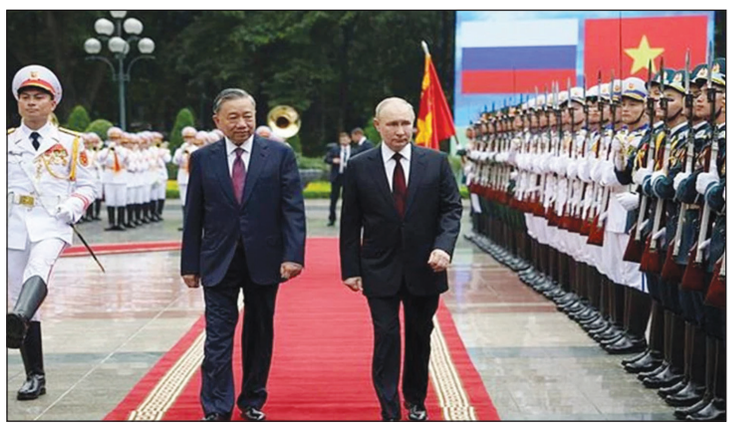

ভিয়েতনামে সফর করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রীয় সফরে তিনি ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে পৌঁছেছেন। পুতিনের এই সফরের মাধ্যমে মস্কো এবং হ্যানয়ের মধ্যকার সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভিয়েতনামের আগে উত্তর কোরিয়ায় সফর করেছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। রাশিয়ার বেশ কয়েকজন শীর্ষ মন্ত্রী এবং ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্বের একটি বড় প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামে সফর করছেন পুতিন।

এর আগে বুধবার সকালের দিকে পিয়ংইয়ং পৌঁছোন পুতিন। সে সময় বিমানবন্দরে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। পুতিনকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান কিম। জানা গেছে, এই সফরে পুতিন এবং কিম জং উনের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, বিমানবন্দরে পুতিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আলিঙ্গন করছেন কিম। পরে সেখান থেকে শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে পুতিনকে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয়। রাস্তার দুই পাশ সাজানো হয় রাশিয়ার পতাকা ও পুতিনের ছবি দিয়ে। ২৪ বছরের মধ্যে উত্তর কোরিয়ায় এটাই ছিল পুতিনের প্রথম সফর। ইউক্রেনে হামলার পর থেকে মস্কো ও পিয়ংইয়ংয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরালো হয়েছে। কারণ দুই দেশই পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

পাঠকের কলমে

আমতা সেতুর সিসি ক্যামেরা উধাও

প্রাচীন হাওড়া আমতার অবলুপ্ত বন্দরের কাছে দামোদর নদের ওপর অবস্থিত আমতা সেতু। পোষাকি নাম 'কবি রায়গুণাকর ভারত চন্দ্র সেতু'। সেতুটি স্থাপিত হয় ১৯৮১ সালের ৩১ অগস্ট। ২০২৩ সালের অগস্ট মাসের আগে সেতুটির নিরাপত্তার জন্য বসানো হয় সিসি ক্যামেরা। সিসি ক্যামেরাটি ছিল DANGER লেখা তারের জাল ঘেরা মাথার দিকে। বর্তমানে সেই সিসি ক্যামেরা উধাও হয়েছে। যে বা যারা এই অপরাধমূলক কাজটি করেছে, তদন্ত করে তাদের দেওয়া হোক শাস্তি।

সেতুর নিরাপত্তায় পুনরায় বসানো হোক সিসি ক্যামেরা। এই বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আশা করবো কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করবেন।

দীপংকর মান্না
আমতা, হাওড়া

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

জয়নগরে নতুন প্রজাতির নারকেল সবেদার চাষ হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর:দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর মোয়ার পাশাপাশি সবেদা চাষেও বিখ্যাত। এই এলাকার সবেদা রাজ্যে ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যে ও যায়। তবে গত কয়েক বছরে বারবার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বহু সবেদা গাছ।ক্ষতি হয়েছে সবেদার ফলনে।আর তাই এবারে জয়নগর এলাকার চাষিরা দেশীয় সবেদার বদলে কম সময়ে বেশি ফলনের আশায় বিদেশি জাতের সবেদার চাষ করছে।জয়নগরের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকায় চাষ হচ্ছে এই নতুন প্রজাতির নারকেল সবেদার চাষ। আর এই নতুন প্রজাতির সবেদা সুন্দরবন তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাষিরা চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। জয়নগরের বহড়ুর হাসিমপুর, মিঠানি, শ্রীপুর,সাহাজাদাপুর, ফুটিগোদা, বেলে দুর্গানগর সহ আশেপাশের এলাকায় আগে বিঘের পর বিঘে জমিতে সবেদা বাগানে সবেদা চাষ করতে দেখা যেত, অর্থাৎ এই সমস্ত এলাকাতে বেশ কিছু চাষি আছেন যাঁরা বিভিন্ন জাতের সবেদা চাষ করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতেন। কিন্তু দীর্ঘ বেশ

কয়েক বছর ধরে দেশি জাতের সবেদা চাষ করে সেভাবে আর লাভের মুখ দেখতে পারছিলেন না সুন্দরবন তথা জয়নগর এলাকার সবেদা চাষিরা। তাই বাধ্য হয়ে এই নারকেল সবেদা অর্থাৎ দেশি নয়, বিদেশি চারার উপরে বেশি জোর দিতে শুরু করে তাঁরা এবং তা থেকেই উঠে আসে তাঁদের সাফল্য।

জয়নগরের সাহাজাদাপুর গ্রামের সবেদা চাষিরা বলেন, দেশি সবেদা চাষ করে যতটা লাভ হত, ততটাই বিভিন্ন খরচের খাতে বেরিয়ে যেত। এবং যার জন্য লাভের মুখ সেভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই এই বিদেশি নারকেল সবেদা জাতের গাছ বসিয়ে অল্প খরচে অধিক ফলন হচ্ছে গাছগুলিতে। লাভবান ও হচ্ছি আগের থেকে। এই সবেদা শুধুমাত্র রাজ্যে নয়, বাইরেও পাঠাচ্ছি আমরা। দেশি সবেদার দামের তুলনায় এই নারকেল জাতের সবেদার দামও ভালই উঠছে।এখন অধিক লাভের দিশা দেখছেন তাঁরা। জেলা উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে চাষিদের এই সবেদা চাষে উৎসাহ প্রদান ও করা হচ্ছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যান্য চাষিদেরও এই ফল চাষে এগিয়ে আসার দরকার আছে।

সুন্দরবনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তফসিলি ৫০০ মহিলা চাষিদের উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন চাষ মরশুমে সুন্দরবন এলাকায় যখন উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান সংগ্রহের জন্য চাষিরা হন্যে হয়ে বীজ ধানের খোঁজ করছেন এরকম একটি মুহূর্তে সুন্দরবন এলাকার অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার সহায়তায় সুন্দরবনের অসহায় দুস্থ ৫০০মহিলা চাষিদের উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান তুলে দেওয়া হল।

গত ২০ জুন মিলন তীর্থ সোসাইটির সভাগৃহে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে। চাষের শুরুতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ধান পেয়ে মহিলা চাষিরা খুবই আনন্দিত যখন বীজ ধান বণ্টন হচ্ছে আকাশ ভেঙে বর্ষা নেমেছে চাষিদের মনে আনন্দের ছোঁয়া দেখা দিয়েছে এক অভিনব মুহূর্তের সাক্ষী থাকল সুন্দরবন এলাকার কয়েক শত মহিলা চাষিরা। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধানকারী সংস্থার অধিকর্তা ডঃ গৌরাঙ্গ কর বলেন, আমাদের সংস্থা মূলত সমগ্র দেশজুড়ে পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান নিয়ে গবেষণা করছে সুন্দরবন এলাকায় দেশের

পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান এলাকা গুলির মধ্যে অন্যতম এক্ষেত্রে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আজকের উচ্চ ফলনশীল ২টি স্বর্ণ এমটিইউ ৭০২৯ ভ্যারাইটি বীজ ধান ৫০০ তফসিলি সম্প্রদায়ের মহিলা চাষিদের হাতে তুলে দেওয়া হল। আগামী দিনগুলিতে আমাদের সংস্থা সাধ্যমতো পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকা মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির সহযোগিতায় কাজ করবে। ডক্টর গৌরাঙ্গ কর আরো বলেন, মহিলাদের ভিন্ন ভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যদিয়ে সুন্দরবনের হস্তশিল্পের মাধ্যমে আয়ের উৎস তৈরি করতে হবে, আইসিএ আর ক্রাইজাফ আপনাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তিনি কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লাকে ভূয়সী প্রশংসা করেন সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার জন্য। বীজ ধান পেয়ে মহিলা চাষি মঞ্জু দাস বলেন, সুন্দরবন এলাকায় সার্টিফায়েড বীজ ধান পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আমাদের এই বীজ ধান ভীষণ কাজে লাগবে। মিঠু মণ্ডল, মৌসুমী বৈদ্যরা বীজ ধান পেয়ে আনন্দিত। তাঁরা বলেন, ইতিপূর্বে কোনওদিন আমরা উচ্চ ফলনশীল সার্টিফায়েড বীজ পাই নি। এই প্রথম আমরা সার্টিফায়েড বীজ পেলাম। আমরা চাষ করে আরো বীজ তৈরি করে এলাকার চাষিদেরকে আগামী বারে সরবরাহ করতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ বিষয়ে কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লোকমান মোল্লা আমাদের প্রতিনিধিকে জানালেন সুন্দরবন এলাকায় ধান চাষই একমাত্র ভরসা, কিন্তু দুঃখের হলেই সত্য সার্টিফয়েড ব্রীজ না পাওয়ার ফলে ধানের ফলন কমছে, কৃষকের লোকসান হচ্ছে, কৃষকরা চাষে উৎসাহ হারাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত যুবক-যুবতীরা ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পাড়ি দিচ্ছে। আমাদের সোসাইটি তার জন্ম লগ্ন থেকে মহিলাদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তফসিলি সম্প্রদায়ের ৫০০ মহিলা চাষিদের হাতে ক্রাইজাফের সার্টিফায়েড বীজ তুলে দেওয়া হয়েছে।

অধিকর্তা ডক্টর গৌরাঙ্গ কর বলেন, সুন্দরবনবাসীদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই, সুন্দরবনের কৃষক সমাজকে রক্ষা করতে গেলে একধারে সার্টিফায়েড বীজ অন্যধারে উন্নত প্রযুক্তি সহায়তা করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় সুন্দরবনের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো আগামী দিনে প্রভূত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। উচ্চ ফলনশীল সার্টিফায়েড বীজ পেয়ে মহিলা চাষিরা আনন্দিত।

এখন যত দোষ রেমালের

প্রথম পাতার পর

আলোচনাচক্রে প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, পূর্বভারতের বৃষ্টিপাতের জন্য প্রধানত দুটি জিনিষ দায়ী। একটি রাজস্থানের মরুভূমি এবং অপরটি উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক ঘেরা পর্বতমালা। প্রকৃতিদেবী ভারতকে শস্যশ্যামলা করার জন্যই এসব সৃষ্টি করেছেন। শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজস্থানে মরুভূমি থাকায় সেখানে সৃষ্টি হয় নিম্নচাপ। ভারতের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিক পর্বতমালায় ঘেরা থাকায় নিম্নচাপ অঞ্চলের শূন্যস্থানে দক্ষিণের ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট জলীয় বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ছুটে আসে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে রাজস্থানকে শস্যশ্যামলা করার প্রচেষ্টা চলছে। সেখানকার মরুভূমিতে খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে। গাছপালা বসিয়ে বনভূমি সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে এখানকার তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। তাই ধীরে ধীরে নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু রাজস্থান থেকে সরে মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে যাচ্ছে।

তিনি জানালেন, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে নিম্নচাপ যত স্বল্পস্থানে হবে বৃষ্টির সম্ভাবনা ততই বাড়বে। নিম্ন- চাপের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহু দূরে বেশী বৃষ্টিপাত হয়। রাজস্থানে নিম্নচাপ থাকায় যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হত, আজ মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে সেই চাপ সরে আসায় বৃষ্টিও সরে যাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে নিম্নচাপ একাধিক স্থানে সৃষ্টি হওয়াতে এলোমেলো বৃষ্টি হচ্ছে। রাজস্থানের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটছে। আবহাওয়া বিশারদদের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জানালেন, বৃষ্টি কয়েক বছর আগে থেকেই কমতে শুরু করেছে। ১৯৭৮ সালেও খরা হয়। কিন্তু হঠাৎ এক দমকা ঝড়ে প্লাবন ঘটে, ফলে বন্যা হয়। চাষিরা পরে চাষবাস করে প্রচুর ফলন ঘটায়। তাই মানুষ ওই বছর খরাকে উপলব্ধি করতে পারেনি। তাঁর মতে রাজস্থান উর্বরা হওয়াতে তাঁর আপত্তি নেই। তবে সারা ভারতে বৃষ্টিপাতের জন্য যতটুকু মরুভূমি থাকা দরকার তাকে সারা দেশের কল্যাণার্থে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মত সংরক্ষিত মরুভূমি করে রাখতেই হবে। তবে মরুভূমি যাতে বিস্তার লাভ না করে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি আরও জানালেন, মৌসুমীর গতিপথ সরে যাওয়াতে হিমালয়ে বরফ কম জমবে। তখন হিমালয়ের বরফগলা জলে বড় বড় নদীগুলি আর তেমন পুষ্ট হবে না। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র ধীরে ধীরে কিছুটা শুকিয়ে যাবে। জলের অভাবে গোটা দেশ তৃণভূমিতে পরিণত হবে।

এখন মৌসুমী এসে গেছে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত নিম্নচাপের জন্য মেঘ জমাট বাঁধতে পারছে না। সেজন্য বৃষ্টি হচ্ছে না। বৃষ্টিবহুল চেরাপুঞ্জী অঞ্চলেও বৃষ্টি- পাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রকৃতির তৈরী মরুভূমিকে উর্বরা করতে গিয়ে ঐ সব দেশে বৃষ্টিপাত আগের মত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে ভারত সরকার যদি উদাসীন থাকেন তাহলে ভারতে জোয়ার বাজরা চাষ করতে হবে। আমন ধান আর হবে না।'

চিন্তিত সুন্দরবনের মানুষ

প্রথম পাতার পর

বর্ষার আগেই এই এলাকায় চলছে কাজ ৫০০ মিটার রিং বাঁধের কাজ চলছে এই এলাকায়।

অন্যদিকে আবার ভয়াবহ পরিস্থিতি গঙ্গাসাগরের সাপ খালি এলাকা সেখানেও চলছে ৫০০ মিটার নদী বাঁধের কাজ। তবে এলাকার মানুষ এখনো পর্যন্ত ভুলতে পারছে না সেই পুরানো স্মৃতির কথা আতঙ্কে রয়েছে তারা। তাদের দাবি পাকা নদী বাঁধ বোল্ডার ফেলে করা হোক। তবে এই বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার। তিনি জানান বর্ষার আগে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত নদী বাঁধগুলো ভেঙেছিল সেখানে কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে যাতে কোন মানুষ ঘরহারা না হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি নদী বাঁধ প্রসঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী আবারও একবার কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করলেন। বাংলার প্রতি বঞ্চনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দ না করার জন্যই সুন্দরবনে তৈরি করা যাচ্ছে না পাকা নদী বাঁধ। তবে এই বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তাদের মতে সমস্ত টাকাই এদের কার্ড মানিতে লাগে তাই পাকা নদী বাঁধ হবে কোথা থেকে। তবে উত্তরবঙ্গের পর দক্ষিণবঙ্গে শিয়ারে কড়া নাড়ছে বর্ষা, তার আগে কি রক্ষা করা যাবে এই সুন্দরবনবাসীদের কে সময়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে সুন্দরবনবাসী।

গাছ কাটার অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কথায় বলে সুযোগ-সন্ধানী মানুষের ছলচাতুরির অভাব হয় না, তারই জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের ভারতসেরা গ্রাম পঞ্চায়েত দিগম্বর পুরের ৫১ নাম্বার বুথে।

গত কয়েকদিন আগে রেমাল ঝড়ে রাস্তার গাছ পড়ে। আর সুযোগ বুঝে ওই এলাকার শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল ঘোষ প্রায় 40 টি গাছ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে দেয় বলে অভিযোগ, সবে মাত্র ১৫ থেকে ১৬ টি গাছ কাটা পড়েছে তখনই এলাকার মানুষের টনক নড়ে। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয় বনদপ্তরে।

খবর পেয়ে বনদপ্তরে লোকজন ঘটনাস্থলে আসে। এবং

গাছ কাটা বন্ধ করে দেয়। যে কাজগুলি কাটা হয়েছিল সেগুলি নিজেদের হেফাজতে নেয় বলে জানা গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে যেখানে ভারতসারা গ্রাম পঞ্চায়েতে এই অঞ্চল সেখানে কিভাবে অবৈধভাবে গাছ কাটা হচ্ছে, তবে পঞ্চায়েত সদস্য দাবি অঞ্চল থেকে পারমিশন নিয়েই গাছ কাটছে। অন্যদিকে ওই পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি যে গাছগুলি রাস্তার উপরে পড়ে গিয়েছিল সেই গুলি কাটা হচ্ছে। তবে প্রশ্ন উঠছে পঞ্চায়েত বা অঞ্চল কি পারে গাছ কাটার পারমিশন দিতে?

জলকষ্টে জেরবার কনকপুর

অভীক মিত্র : তীব্রতাপ প্রবাহে জলসঙ্কটে জেরবার বীরভূম জেলা। মুরারই ১ নং ব্লকের কনকপুর – সারদুয়ারি গ্রামে তীব্র জলকষ্ট চলছে। বিডিও অফিস থেকে দেওয়া হচ্ছিল ট্রাঙ্কারে করে পানীয় জল। হঠাৎ করে কয়েকদিন আগে থেকে সেই জল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় জলের হাহাকার ওই গ্রাম দুটির বিভিন্ন পাড়াতে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই দুটি গ্রামের জন্য পিএইচই পাম্প থেকে সরাসরি জল সরবরাহ শুরু করে গত পঞ্চায়েত ভোটের সময়। সেই ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে তৃণমূল সেই গ্রামে আরো ২৫ টি পয়েন্ট চালু করে দেয়, ফলে পুরো প্রকল্পটি ভেঙে পড়েছে। মাত্র কয়েকটি পাড়ায় জল পড়লেও বেশ কিছু পাড়াতে জল যায় না ফলে গ্রামের মানুষ বিডিও অফিসে আবেদন করে এই লোকসভা ভোটের আগে ট্রাঙ্কারে করে জল দেওয়া শুরু করে। গ্রামবাসীরা বলে, আমরা এই জলের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবো। ওই গ্রামে ৩৫ টি রিগবোর আছে। সব অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, যেসব রিগবোর জল সাপ্লাই দিতে পারবে সেই সব টিউবওয়েল চিহ্নিত করে সেখানে মটর বসিয়ে ও জলাধার তৈরি করে জলের ব্যবস্থা করা হোক। গ্রামবাসীদের দাবি, কনকপুর গ্রামের বাজার মোড়, লাডুবিপাড়া, ভূইমালীপাড়, মুসলিম পূর্ব ও পশ্চিমপাড়া ও ডাঙ্গাপাড়া আইসিডিএস সেন্টার ও ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে সেই প্রকল্প চালু করে স্থায়ীভাবে পানীয় জলের সমস্যা মেটানো হোক। মুরারই ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বলেন, ট্রাঙ্কারের টায়ার ফেঁটে যাওয়ার ফলে জল সরবরাহ বন্ধ আছে। জল দেওয়া হবে। বিষয়টি পিএইচইকে দেখতে বলেছি। গ্রামের মানুষ যাতে জল পায় সেই ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হবে।'

পাচারের আগেই বিরল প্রজাতির তক্ষক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সুন্দরবন এলাকা থেকে প্রায়ই তক্ষক পাচারের অভিযোগ ওঠে। এবার জিআরপির রুটিন মাফিক তল্লাশিতে উদ্ধার হল একটি বিরল প্রজাতির তক্ষক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা ক্যানিং স্টেশন থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি কৌটায় তক্ষকটি রাখা ছিল। জিআরপি পুলিশ অফিসার তাপস কুমারদের নেতৃত্বে তখন ট্রেনের মধ্যে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন পুলিশ কর্মীরা। সেই সময় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরে দেখতে পান একটি কৌটার মধ্যে কাপড়ে কিছু একটা বাঁধা অবস্থাতে ট্রেনের মধ্যে পড়ে আছে। কৌটা খুলতেই দেখা যায় তার মধ্যে একটি তক্ষক সাপ আছে। তক্ষকটির আনুমানিক বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। মূলত সুন্দরবন থেকে তক্ষক পাচার হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সময়ে। এদিন ক্যানিং লোকাল থেকে তক্ষক উদ্ধার তারই প্রমাণ। তক্ষকটি তুলে দেওয়া হয় বনদপ্তরের কাছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

সমুদ্রসাথীর টাকা বাকি

প্রথম পাতার পর

আসবে সেই দিকে।চলতি বছরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল সমুদ্রে যে সমস্ত মৎস্য জীবীরা মাছ ধরতে যান, তাদেরকে অর্থ সাহায্য করা হবে।সেই অনুযায়ী অনেকেই দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে সমুদ্র সাথী প্রকল্পে আবেদন করেছিলেন।কিন্তু অনেক মৎস্যজীবীর ভাতা মিলবে না এবারেও।তবে এই প্রকল্পের কাজ চলছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা অবশ্যই টাকা পাবে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু কবে সেই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে সকলের মনে।আর এই অবস্থায় ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে মৎস্যজীবিদের মনে।

নদীবাঁধ ও একাধিক প্রকল্প নিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিশ্বনাথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: রবিবার সুন্দরবনের পাথর প্রতিমার জি প্লটের গোবর্ধনপুরের ভাঙা উপকূলীয় বাঁধ পরিদর্শন করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন সদ্য সমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের এস ইউ সি আইএর প্রার্থী বিশ্বনাথ সরদার। তিনি এদিন নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রতিটি জায়গায় যে কথা বলেছিলেন, সেই কথামতো সমস্যাসঙ্কুল এলাকায় হেরে গিয়েও আবার এলেন। কথা বললেন এলাকার মানুষের সাঙ্গে। তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষায় জি প্লট, পাথর প্রতিমা বাজারে যান। সুউচ্চ স্থায়ী কংক্রিটের মজবুত নদীবাঁধ গড়ে তোলার দাবিতে জনমত সংগঠিত করে সরকারি মহলে পৌঁছে দিতে দরবার করেন।

তিনি বলেন, সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদীমাতৃক এই এলাকার ভঙ্গুর নদী বাঁধ ভেঙে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি এইসব এলাকার যোগাযোগ এবং জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে জয়নগর থেকে রামগঙ্গা ভায়া রায়দীঘি ট্রেন লাইনের সম্প্রসারণ ঘটানোর দাবিতে আমাদের আন্দোলনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ট্রেন লাইন সম্প্রসারণের ফলে বিশেষ করে নদী কেন্দ্রিক মাছ সরবরাহ এবং উপযুক্ত দাম এলাকাবাসী পাবে।তার এদিনের এই কর্মসূচিতে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

অত্যাধিক গরম, প্রস্তুত হল না ইলিশ ধরার ট্রলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দীঘি: অত্যাধিক গরম থাকায় সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য প্রস্তুত হতে পারলো না বহু ট্রলার। ইলিশের সন্ধানে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কয়েক হাজার ট্রলার গভীর সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছে। তবে তার মধ্যে এই গরমের জেরে সাধারণ মানুষ জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়ছে। তবে ইলিশের সন্ধানে বেশিরভাগ ট্রলার বেরিয়ে পড়লেও বেশ কিছু ট্রলার এই গরমের জন্য বার হতে পারিনি। একটু বৃষ্টি হলে আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে আবারো এরা বেরিয়ে পড়বে গভীর সমুদ্রে ইলিশের সন্ধানে। এখনো বেশ কিছু ট্রলার বিভিন্ন মৎস্য বন্দরে নোঙর করে রয়েছে। এখন শুধু

সময়ের অপেক্ষা।তবে বেশির ভাগ ট্রলার গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে ও, এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু ট্রলার সমস্যার মধ্যে রয়েছে। কারণ যেভাবে গরম পড়েছে তাতে ঠিকঠাক ভাবে ট্রলারের কাজও করে উঠতে পারিনি। জেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, এই ট্রলার গুলিতে এখনও মেরামত করার কাজ চলছে। মিস্ত্রিরা দিন-রাত জেগে কাজ করছেন। সময় মত ট্রলার ছাড়তে না পারায় বড়সড় ক্ষতির মুখে মৎস্যজীবীরা। তবে কাজ প্রায় শেষ, আবহাওয়ার একটু পরিবর্তন হলেই সবাই একত্রিত হয়ে রওনা দেবে গভীর সমুদ্রে।

ব্রিটিশ যুগের অবসান

প্রথম পাতার পর

আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবাসী ব্রিটিশ আইনেরই অধীন। ক্ষমতা হাতে নিয়ে দেশীয় নেতারা (কংগ্রেসী) গোটা একটা সংবিধান রচনা করে ফেলতে পারলেও স্বাধীন ভারতবাসীর জন্য নতুন ফৌজদারি আইন গড়তে পারলেন না নাকি ব্রিটিশের শর্তে ইচ্ছা করে চুপ করে থাকলেন সে উত্তর আজ আর হয়ত পাওয়া যাবে না। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৫ বছর ধরে ভারতের জনগন বুঝেছে ব্রিটিশ আইনে দমনের ভাগ কতটা, আর শাসক রাজনৈতিক নেতারা বুঝেছে এর অপার মহিমা। এমন আইন না থাকলে আর শাসনের মজা কোথায়! তাই তো চুপ করে থাকা, বদলাবার চেষ্টা না করা।

অবশেষে বিশ্বায়নের ভারত, আধুনিক ভারত, ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় বদলে যাওয়া অপরাধের ধরণ সামলাতে এনডিএ সরকার উদ্যোগী হয়েছে ফৌজদারি তিন আইন বদলে। তারই সূত্র ধরে আগামী ১ জুলাই থেকে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা আইপিসি-র জায়গা নেবে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা বিএনএস। ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট বা সিআরপিসি এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর বদলে লাগু হবে যথাক্রমে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বা বিএনএসএস এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম বা বিএসএ। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে এই নতুন আইনগুলি ব্রিটিশ আইনগুলির থেকে অনেক প্রজাবান্ধব। এই আইনে অপরাধের তদন্ত শেষ করে চার্জশিট দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ফলে অপরাধী চিহ্নিত করণ এবং শাস্তি প্রদান নাকি অনেক দ্রুত হবে। তাঁদের মতে নতুন আইনে বজায় রাখা হয়েছে লিঙ্গ সমতা। বদল হয়েছে বিভিন্ন পুরোনো শব্দবন্ধের। শাস্তি হয়েছে অনেক কড়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই আইনে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ই-এফআইআর করার। ফলে থানা অভিযোগ না নিলেও চিন্তা নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভিযোগ পৌঁছে যাবে থানায়। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক নতুন আইনগুলিকে বোঝার জন্য আইনজীবী ও সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে চালু করতে চলেছে অ্যাপ যা ইন্সটল করা যাবে গুগুল প্লে স্টোর বা অ্যাপল স্টোর থেকে। কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরে মন্ত্রী, আইনজীবী ও বিচারকদের উপস্থিতিতে সচেতনতা মূলক সেমিনার আয়োজিত হচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যে লাগু হতে যাওয়া আইন নিয়ে বিরোধীদের গলা চড়ানো শুরু হয়ে গিয়েছে।

মানুষের প্রশ্ন, যারা এইসব নতুন আইন কাজে পরিণত করবে সেই আইনজীবি ও পুলিশের মানসিকতা তৈরী তো? সেগুলির নিষ্পত্তি কবে হবে? এই রাজনৈতিক আকচাআকচির যুগে নতুন আইনের সুবিধা আদৌ পৌঁছাবে তো সাধারণ মানুষের কাছে? কড়া দাওয়াই কি দিতে পারবে নতুন বিধি? পুরানো মামলাগুলির ভবিষ্যৎই বা কি হবে? এইসব নানা প্রশ্ন নিয়ে প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষ যদি সত্যি ব্রিটিশ যুগের অবসান হয় সেই আশায়।

মহানগরে

বার্তা

রবীন্দ্র সরোবরের জল সংরক্ষিত করার সংকল্প

বরুণ মণ্ডল : চলতি আষাঢ় মাসের প্রথম দিন রাজ্য জলাশয় সংরক্ষণ দিবস হিসাবে পালন করার দিন। সেই কারণে জন সচেতনতা বাড়াতে দক্ষিণ কলকাতাস্থিত জাতীয় সরোবর অর্থাৎ রবীন্দ্র সরোবর রক্ষার্থে 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও 'সেভ রবীন্দ্র সরোবর ফোরামে"র যৌথ উদ্যোগে এদিন একটি দশ মিনিটের 'মানববন্ধন ও জলাভূমি সচেতনতা প্রসার অভিযানে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তাতে শতাধিক মানুষ সরোবরের জলকে সংরক্ষিত করে রাখার সংকল্প গ্রহণ করেন। বিভিন্ন পরিবেশ সংগঠন ও দক্ষিণ কলকাতার শতাধিক সহ নাগরিক এদিন রাজ্য জলাভূমি দিবসে রবীন্দ্র সরোবর ও তার জীববৈচিত্র্য রক্ষা সহ, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জমি হস্তান্তরের প্রতিবাদে পদ যাত্রায় পা মেলালেন। লেখা প্ল্যাকার্ডে থাকে 'কলকাতার প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র গুলি সহ রবীন্দ্র সরোবর বাঁচান। 'হিট আইল্যান্ড এফেক্ট মোকাবিলায় শহরে বনায়ন চাই। 'ব্যক্তি মালিকানা বা বিনোদনে প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করা চলবে না। এই শির্ষক আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক প্রদীপ মহাপাত্র, অধ্যাপক তপন মিশ্র, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ, সেখ সোলেমান এবং আরও অনেকে। পরিবেশবিদ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ বলেন, কেন এই জাতীয় সরোবরকে বাঁচাতে চাইছি? দীর্ঘ ৬১ বছর হয়ে গেল এই সরোবর জাতীয় সরোবর হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই জাতীয় সরোবরের প্রকৃত অবস্থা ভীষণ রকম খারাপ। একটা বড়ো জলাশয় থাকলে কী হয়, ভূগর্ভস্থ যে জল, সেটা অনেকটা বাড়ে। অর্থাৎ গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ হয়। এছাড়াও বায়োডাইভারসিটি অনেক সুন্দর হয়। বাস্তুতন্ত্র অনেক সুন্দর হয়। এছাড়াও সরোবরের জলের তলদেশে আবর্জনা আছে, তাকে অতি শীঘ্রই পরিষ্কার করা উচিত। তাতে সরোবরের জলদূষণ থেকে মুক্তি ঘটবে, জলের সরবরাহ ঘটবে। এছাড়াও এই রবীন্দ্র সরোবরে থাকার ফলে দক্ষিণ কলকাতার বায়ুদূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেজন্য জলাশয়ের উপকারিতা আছে।

ক্রটিমুক্ত ৩টি ফৌজদারি আইন কার্যকর করার পক্ষে সওয়াল কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল ৩টি ফৌজদারি আইন – ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ২০২৩ আগামী মাসের শুরু থেকেই কার্যকর করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। মানুষকে দ্রুত এবং ক্রটিমুক্ত বিচার দিতে এই আইন তাড়াতাড়ি কার্যকর করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গত ১৬ জুন কলকাতায় আয়োজিত 'ইন্ডিয়াজ প্রোগ্রেসিভ পাথ ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম' শীর্ষক এক আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, এই তিনটি ফৌজদারি আইন পুরোপুরি ঔপনিবেশিক ভাবনা থেকে মুক্ত। তিনি বলেন, ব্রিটিশ শাসকরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই আইন প্রণয়ন করেছিল এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা ভাবেনি। মন্ত্রী বলেন, এমন অনেক আইন রয়েছে যেগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের সময় তৈরি হয়েছিল এবং সেগুলি আধুনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যে ভারতের দ্রুত অগ্রগতির কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আধুনিক সময়ের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই ভারত সরকার তিনটি ফৌজদারি আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইন নিয়ে বিভিন্ন মহলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা খারিজ করে দিয়ে বিচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, সবক'টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, আইন প্রণয়নকারী বিভিন্ন সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত বা পরামর্শ নিয়েই এই আইন তৈরি করা হয়েছে। তিনি জানান, আইন প্রণয়নের আগে চার বছর ধরে ১৮টি রাজ্য, ছ'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, ভারতের প্রধান বিচারপতি, ১৬টি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, পাঁচটি আইন কলেজ, ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪২ জন সাংসদ, ২৭০ জন বিধায়ক এবং সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছিল।

স্বাগত ভাষণে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রকের সচিব ডঃ রাজীব মণি নতুন তিনটি ফৌজদারি আইনের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। ভারতের আইন কমিশনের সদস্য সচিব ডঃ রীতা বশিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম বলেন, ১৫০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে ব্রিটিশরা ভারতের মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থে আইন তৈরি করেছিল। স্বাধীনতার পর গত ৮০ বছরে দেশ যখন প্রভূত অগ্রগতির পথে এগোচ্ছে, তখন আইন ও বিচার পিছিয়ে থাকতে পারে না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নতুন তিনটি আইনে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেওয়ার পর মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন দিল্লি এবং গুয়াহাটিতে একই ধরনের দুটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল আইন বিষয়ক দপ্তর।

ছবি : প্রীতম দাস

নতুন সাজে : আদি গঙ্গা সংরক্ষণের কাজ চলছে জোর কদমে, সেজে উঠছে গড়িয়া সংলগ্ন আদি গঙ্গার পাড়।

অবসান : বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে বর্ষা ঢুকল বাংলায়।

ছবি : অভিজিৎ কর

সিনেমা হলে বাংলা সিনেমা রিলিজে খরচ কমল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের জন্য সুখবর। সিনেমা হলে বাংলা সিনেমার ডিজিটাল প্রজেকশনের খরচ দীর্ঘদিন বাদে কমল। এতে সিনেমা হলে রিলিজ করার অর্থব্যয় কিছুটা কমল। এতদিন বড়ো বাজেটের হিন্দি সিনেমার সঙ্গে বাংলার ছোটো–মাঝারি প্রযোজকরা পাল্লা দিতে পারছিলেন না। 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র(ইম্পা) পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পিয়া সেনগুপ্ত বলেন, এই নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলছিল। অবশেষে 'ইউফো'র(আরতি সিনেমাজ প্রাইভেট লিমিটেড) সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে। বহুবার দ্বিপাক্ষিক আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধানসূত্র বেরিয়েছে। তারই ফল আজকের বাংলা সিনেমার এই নতুন সুখবর।

এতদিন কোনও একটি সিনেমা হলে ৭দিনে নিত্য একটা করে মোট ৭টা শো দেখাতে প্রযোজককে দিতে হত ৭ হাজার টাকা। নিত্য ১ হাজার টাকা করে। আবার আলাদা করে ২৮ শতাংশ জিএসটি রয়েছে। এখন ৭দিনে মোট ৭টি শো দেখাতে প্রযোজককে ২,১০০ টাকা দিতে হবে। (আলাদা

EIMPA

জিএসটি আছে) বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে অর্থ একটা বড়ো সমস্যা। ভালো কনটেন্ট, ভালো স্টারকাস্ট সত্ত্বেও ছোটো–মাঝারি প্রযোজকরা সিনেমা হলে বেশিদিন ছবি টানতে পারছিল না। এবার সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলো 'ইম্পা'। ইম্পার উদ্যোগে বাংলা সিনেমার ডিজিটাল প্রজেকশন চার্জ এক লাফে এতো দিনের দৈনিক এক হাজার টাকাকে কমবেশি ৩০০ টাকায় নামিয়ে দিল 'ইউফো'। এতে বাংলা সিনেমা হলে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজক ও ডিস্ট্রিবিউটরদের অনেকটাই খরচ কমবে।

ইম্পার তরফে জানানো হয়, যেখানে হিন্দি বা অন্যান্য ভাষার সিনেমা এতোদিন এরাজ্যে সাতদিন সিনেমা হলে নিত্য একটি করে মোট সাত শো প্রদর্শনের জন্য ৫,৫০০ টাকা খরচ হতো। সেখানে বাংলা সিনেমাকে সেই জায়গায় সাত হাজার টাকা দিতে হতো। অর্থাৎ খরচ দাঁড়াতো নিত্য হাজার টাকা। ইম্পার উদ্যোগে সেই খরচ কমলো। নতুন নিয়মে, এবার প্রতি বাংলা সিনেমার প্রতি সপ্তাহে খরচ দাঁড়াবে কমবেশি ২,১০০ টাকা। সঙ্গে দিতে হবে ২৮ শতাংশ জিএসটি। অর্থাৎ প্রতি দিনের খরচ দাঁড়াবে জিএসটি নিয়ে কমবেশি ৪০০ টাকা। ইম্পা এমন উদ্যোগে স্বাভাবিক ভাবেই টলিউডের প্রযোজক থেকে পরিচালক সকলেই ভীষণ রকম খুশি। এটা বাংলা সিনেমার জন্য সুখবর। ধুঁকতে থাকা বাংলা সিনেমার প্রযোজকদের বক্তব্য, এবার অন্তত হিন্দি বা দক্ষিণি সিনেমার সঙ্গে বাংলা সিনেমার বক্স অফিসের লড়াইটা কিছুটা সহজ হবে।

জনসেবা : শ্রীগুরু সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে কালীঘাট প্রাথমিক চিকিৎসালয়ের সামনে চলছে জলছত্র।

ছবি : সুমন সরদার

শীঘ্রই একাদশের বইয়ের প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের একাদশ শ্রেণির বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের পাঠ্য বই গুলি শীঘ্রই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই এই দুই ভাষা বিষয়ের পাঠ্য বই গুলির মোট চাহিদার ৯০ – ৯৫ শতাংশ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হয়ে সার্কেল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। এরপর সার্কেল থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষকশিক্ষিকার অনুমোদিত প্রতিনিধিরা বই গুলি সংগ্রহ করবে। সংসদ সভাপতি আরও জানান, চাহিদানুসারে বাংলা প্রথম পত্র ও ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের বই গুলির যা চাহিদা ছিল, তার ৯৫ শতাংশ পাঠানো ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আগামী দিন তিনেকের মধ্যে বই গুলি ছাত্রছাত্রীদের হাতেহাতে পৌঁছে যাবে। তাতে ছাত্রছাত্রীরও পড়াশুনায় মনোনিবেশ করবে।

প্রস্টেটের সুস্থতার হার বাড়িয়ে আর.জি. স্টোন এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জুন আর.জি.স্টোন হসপিটালের আয়োজনে কলকাতা ময়দানস্থিত কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে হাসপাতালের আধিকারিক শশাঙ্ক দাস, চিকিৎসক ডা.অরিন্দম দত্ত, ডা.অমিতাভ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের ন্যানো স্লিম এম আই পি এস সর্বাধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্টেটের লেজার অপারেশনের বিষয়টি তুলে ধরেন। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী আর.জি.ইউরোলজি ও ল্যাপরোস্কোপি হসপিটালের আধুনিক অপারেশনের সর্বাধিক সাফল্যের কথা তুলে ধরতে হসপিটাল থেকে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া রোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিব্যক্তির বিষয়টিও তুলে ধরেন উপস্থিত চিকিৎসকগণ। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে বিবিধ আধুনিক প্রযুক্তির উন্নত পরিষেবাযুক্ত দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো এরাজ্যের মানুষও এই হসপিটালকে তাদের ভরসার আশ্রয় স্থল বানাতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

১০৮ ও ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে কেইআইআইপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস লাগোয়া ১০৮ ও ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ১০০ কোটি টাকা দিয়ে 'কলকাতা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টে (কেইআইআইপি) সমগ্র ওয়ার্ড জুড়ে ভূগর্ভস্থ পয়:প্রণালী ও নিকাশি নালা তৈরি করা হবে।

কেইআইআইপি প্রকল্পের অনুমোদন এসে গিয়েছে। আগামী শারদোৎসবের পর ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড আনন্দপুর, বানতলা, চৌবাঘা, হোসেনপুর, মাদুরদহ, মুন্দাপাড়া, নেতাজি সুভাষ নগর কলোনী, নুরতলা, উত্তর পঞ্চান্নগ্রাম, ভিআইপি নগর, ওয়েস্ট চৌবাগা সহ ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাদবাকি সমস্ত পাড়ায় এবং ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের অজয়নগর, বরাখোলা, চকগড়িয়া, গড়িয়া গড়চা, হেদের হাট, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, নয়াবাদ, নিউল্যান্ড, পঞ্চসায়ার, পূর্ব দিগন্ত, শহীদ সন্নীতি কলোনি, সার্ভে পার্কসহ ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাদবাকি সমস্ত পাড়ায় এই ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার কাজ হবে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এদিন বলেন, ওই দু"টি ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা নির্মাণের কেইআইআইপি"র অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। টেন্ডার করে শারদোৎসবের পর কাজ শুরু হবে। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ২০০৬ সালে 'জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আর্বান রিনিউয়াল মিশন(জেএনএনইউআরএম) প্রকল্পে একবার নিকাশি নালার কাজ হয়েছিল। তখন ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ছিল সমরেন্দ্র রায়। তখন পাইপ গুলি আন–প্ল্যান্ড ভাবে বসানোয় পাইপ গুলি সবই মাটির তলায় চলে গিয়েছে। আবার কেইআইআইপি"কে দিয়ে ১০৮ ও ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের সামগ্রিক ওয়ার্ড জুড়ে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার কাজ করানো হবে। ১৫ জুন 'টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের কালিকাপুরের নস্করপাড়া থেকে সোমনাথ নস্করের প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম একথা জানান।

আশায় : ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

ছবি : অরুণ লোধ

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বাওয়ালি কিন্ডারগার্ডেন স্কুল আজ আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বাওয়ালি কিন্ডারগার্ডেন স্কুল নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে আজ আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাদৃত। ১৯৮৮ সালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার ঠিকমতো বুনিয়াদ মজবুত হচ্ছিল না। এলাকার ছাত্র–ছাত্রীদের নতুন শিক্ষা সংস্কৃতির স্বার্থে কয়েকজন বিদগ্ধ মানুষ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শপথ নেন। বাওয়ালি মণ্ডল জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম দিকে এই বিদ্যালয় বাওয়ালি গোলবাড়ি এলাকায় শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে প্রায় ২৮ বছর ধরে বাওয়ালি হাইস্কুলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে। তারপর বিশ্বনাথ মালিকসহ আরো কয়েকজন বিদগ্ধ মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের জন্য নিজস্ব জমি কেনা হয় বাওয়ালি সত্য পীরতলার কাছাকাছি জায়গায়। বর্তমানে সেখানেই বেঙ্গলি মিডিয়াম বাওয়ালি কিন্ডারগার্ডেন স্কুল চলছে স্বমহিমায়। বর্তমানে বিশাল তিনতলা ভবনে প্রায় ৬০০ থেকে ৬,৫০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। নার্সারি থেকে চতুর্থ

শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় এখানে। ২৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন এই বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের সভাপতি বাসুদেব কাবড়ী জানালেন, পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র–ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের ক্লাস করানো হয়। যোগ ব্যায়ামেরও আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতিবছর বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানসহ নানা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর অরবিন্দ মিশন থেকে প্রশিক্ষকরা আসেন শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাঠদানের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ আদক এবং প্রধান উপদেষ্টা বিশ্বনাথ মালিক। বাসুদেববাবু আরো জানান, শিক্ষিকাদের জন্য নির্দিষ্ট ড্রেস কোড তৈরি হয়েছে, যা আমাদের এলাকায় একটি নতুনত্ব বিষয়। এমনকী শিক্ষক–শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্যও ইএসআই এবং প্রফিডেন্ট ফান্ডেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী দিনে ছাত্র–ছাত্রীদের পঠন–পাঠনকে উন্নত করার জন্য এবং তাদের মানসিক চাপ হালকা করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

সাঙ্গলিকী

হাওড়া কুলটিকুরী একতা গোষ্ঠীর বার্ষিক উৎসব

মলয় সুর, হাওড়া : প্রতি বছরের মতো এবারেও হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত কুলটিকুরী গ্রামে কুলটিকুরী মধ্যপাড়া একতা গোষ্ঠীর উদ্যোগে রঘুনাথ জিও মন্দির প্রাঙ্গনে ৩ দিন ব্যাপী (৭ থেকে ৯জুন) রবীন্দ্র–নজরুল ও সুকান্ত স্মরণে বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল।

এদিন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সমাজসেবা মূলক কাজকর্ম, রক্তদান শিবির, বিচিত্রানুষ্ঠান। এই বর্ণময় অনুষ্ঠানটি ৪৩ বছরে পদার্পন করল।

প্রথমদিন (শুক্রবার) সকালে প্রভাত ফেরীও বিপ্লবী প্রফুল্ল চন্দ্র চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বংশধর, কবি মহাশ্বেতা বন্দোপাধ্যায় ও কবি সাহিত্যিক দীপঙ্কর পোড়েলরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সংগঠনের সমাজকল্যাণমূলক কাজের অঙ্গীকার ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন। শিবিরে মোট পরুষ ও মহিলা সহ ৮৭ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ থেকে আগত ভাওয়াইয়া সঙ্গীত শিল্পী ও কবি পীযূষ রায় ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অতিথি হিসাবে ছিলেন ইতিহাসবিদ কুন্তল অধিকারী, বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক ড: অর্নব দত্ত ও ড: সহদেব দোলুই, মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরজিৎ কোলে ও শিশু চিত্রশিল্পী সৃজিতা কোলে। এছাড়া হাজির ছিলেন চলচিত্র পরিচালক বরুণ দাস ও অভিনেতা সঞ্জীব সরকার, বাপি সামন্ত সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ প্রামানিক ছিলেন অনবদ্য।

রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা যাপনে ‘ধ্বনি তরঙ্গ’

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : ধ্বনি তরঙ্গের উদ্যোগে গত ১৩ জুন, বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রসদন চত্বরে চারুকলা ভবনের অবনীন্দ্র সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা। সংস্থার কর্ণধার ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী কল্যাণী ভট্টাচার্যের সুযোগ্য পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি অনন্য সুন্দর হয়ে ওঠে। ধ্বনি তরঙ্গের এই দশম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রীনা দেব, কৃষ্ণা মুখার্জী, মৌমিতা রাবেয়া সরকার, নীলেশ সোম, ডাঃ শেখর রায়, দীপন সেনগুপ্ত, সোমালি রায় বিশ্বাস, মিতালি সরকার, সোমা হালদার, পারমিতা দাশগুপ্ত, পার্থপ্রতিম রায়, ক্ষমা ব্যানার্জী, ঝুমা সরখেল সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রবীন্দ্র–নজরুল সম্ভারে তাদের উপস্থাপনা তুলে ধরেন। মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, গুনীজনের সমাবেশ ও সাবলীল উপস্থাপনা অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও যথেষ্ট উচ্চমানের করে তুলেছিল।

বাটানগর বজবজস্থিত ‘ধ্বনি তরঙ্গ’ সংস্থার কর্ণধার কল্যাণী ভট্টাচার্য বলেন, সংস্থার উদ্দেশ্য হল, সমাজে সবার মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো। এখানে কবিতার ব্যাকরণ মেনে কোনওরকম যান্ত্রিক অনুসঙ্গ ছাড়াই স্মৃতিনির্ভর আবৃত্তি চর্চা, ধ্বনি কণ্ঠ, উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে কবিতা পাঠকে বাঙ্ময় ও জীবন্ত দৃশ্যপটে তুলে ধরার কৌশলের ওপর জোর দেওয়া হয়।

সংস্থার বৃহত্তর লক্ষ্য হিসাবে তিনি বলেন, কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে সীমিত না থেকে অদূর ভবিষ্যতে সমাজের অবহেলিত মানুষের জন্য সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে নিয়োজিত হওয়াই প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক যেমন ‘সহজ পাঠ’ ‘দাও ফিরে সে শৈশব’ বসন্তোৎসব, রবীন্দ্র–নজরুল কবিতা যাপন নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

এছাড়াও কবি জসীমউদ্দিন, কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার সহ বর্তমান কবিদের ওপর অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আরো জানান, সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের (পোয়েট্রি ফ্লিম মেকার) তত্ত্বাবধানে ‘ধ্বনি তরঙ্গের’ নিজস্ব প্রোডাকশন হাউস আছে যা ইতিমধ্যে কবিতার ওপর ডকুমেন্টারি ফ্লিম তৈরি করে আন্তর্জাতিক স্তরে নানা স্বীকৃতি ও পুরস্কার পেয়েছে। কল্যাণী ভট্টাচার্য বলেন, আবৃত্তি চর্চা একটি শিল্প। সর্ববয়সের মানুষের সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য কবিতাযাপন একান্ত দরকার। শিশুদের মধ্যে মূল্যবোধ ও ভাবের বিকাশ এবং বয়স্কদের একাকীকত্ব ভুলে নিজ জগতে কবিতায় বিচরণ বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক। অবশেষে, তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, ধ্বনি তরঙ্গের শিল্পীরা কলকাতায় অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করলেও বাটানগর–বজবজ এলাকায় বিশেষভাবে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণের সুযোগ পায় না, এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে তিনি আশাবাদী ও আগ্রহ প্রকাশ করেন যে, স্থানীয় বজবজ – বাটানগর এলাকায় সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসারে ধ্বনি তরঙ্গ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

স্মারণি পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ ২৪ বছর আগে ভেলোরে বড়ো মেয়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারায় পিতা। সংসারে ৪ বোন ও মাকে নিয়ে চলে কঠিন জীবন সংগ্রাম। দীর্ঘ ২৪ বছর জীবন লড়াই সংগ্রামের পাশাপাশি পিতার স্বপ্নের ডালি নিয়ে ১২ জুন সন্ধ্যায় লোকপুর মহামায়া মন্দির সংলগ্নস্থানে গৌতম রায়ের স্মৃতি সন্ধ্যা নামক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ বছর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২৪টি প্রদীপ প্রজ্বলন এবং মৃত শিক্ষকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। লোকপুর গ্রামের বাসিন্দা রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক ছিলেন। সেইসঙ্গে আঞ্চলিক কবিতা লিখে বেশ সুনাম অর্জন করেন। সেই সমস্ত কবিতা সহ গৌতমবাবুর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন,সহকর্মী,ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্নস্তরের মানুষজনের লেখা দিয়ে সজ্জিত গৌতম স্মরণী নামক পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। উন্মোচন করেন কবি সমরেশ মণ্ডল,লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তারাদাস চ্যাটার্জী এবং গৌতমবাবুর ছাত্রী বর্তমানে খয়রাসোল পঞ্চায়েতসমিতি সভাপতি অসীমা ধীবর। শিক্ষক,কবি এবং সমাজসেবী হিসেবে তাঁর বিভিন্ন ঘটনার প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরেন অতিথিবৃন্দ। কবি অসীম শীল, লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোজ বিশ্বাস ও দ্বিজেন পাল,লোকশিল্পী নারায়ণ কর্মকার,রাঙামাটির ফসল পত্রিকার সম্পাদক সুনীল সাহা,স্থানীয় পঞ্চায়েতের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক অঞ্জন চ্যাটার্জী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতে গিয়ে পিতার শোকে মেয়ের কখনো কখনো কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলেও সুচারুভাবে সঞ্চালন করেন মৌমিতা রায় নায়ক। মৃত শিক্ষকের বড়ো মেয়ে মৌমিতা রায় নায়ক বলেন, দীর্ঘদিন পর স্মরণসভা করার কারণ নিজেদের জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। পাশাপাশি বাবার কবিতার পান্ডুলিপি চুরি হয়ে যাওয়া এসব উদ্ধার করতে গিয়ে বহু সময় ব্যয় হয়েছে। আগামী দিনে পান্ডুলিপি উদ্ধার হলে নতুনভাবে কিছু করার মনোবাসনা রয়েছে।

যিশুকে নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেহালা ঠাকুরপুকুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন চার্চে গত ১৫ জুন খ্রিস্ট বুধ মঞ্চ'এর তরফে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ভাবনায় যিশু সম্পর্কিত একটি আলোচনা চক্র এবং ধ্রুবজ্যোতি পত্রিকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন ড. সাধনা করালি, ড. জয়ন্ত চৌধুরী ও সঞ্চালনায় ড. সুরঞ্জন মিদ্দে। পত্রিকার সম্পাদক সমরেন্দ্র মণ্ডল, হেরোদ মল্লিক, চার্চের ফাদার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সৃজনা মণ্ডলের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

হাওড়ার কর্পোরেশন প্রাঙ্গনে রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

অশোক সেন : সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাওড়া শহরের বুকে দুটি উচ্চমানের রুচিশীল রবীন্দ্র, নজরুল সন্ধ্যা। হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে নিজস্ব প্রাঙ্গনে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন একক ভাবে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রাবনী সেন। তৎসহ ছিলেন সংস্থার কর্মচারিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সঙ্গীত ও নৃত্য অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি পৌরহিত্য করেন চেয়ারম্যান ডা. সুজয় চক্রবর্তী, কমিশনার সহ কর্পোরেশনের এক ঝাঁক আধিকারিকরা। কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই রকম এক রবীন্দ্র, নজরুল সন্ধ্যা করার জন্য দর্শকরা বিপুলভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন এবং অনুষ্ঠানটি ছিল দর্শকদের কাছে এক আকর্ষণীয় সন্ধ্যা। হাওড়ার অগণিত নৃত্য দলের সম্বন্বয়ে রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা আয়োজন করা হয় ১৪ জুন হাওড়া শরৎ সদনে ২ নং প্রেক্ষাগৃহে আয়োজন করলেন। হাওড়ার দর্শকরা বিভিন্ন ঘরানায় নাচ দেখায় এই মঞ্চে, এমন এক উদ্যোগের জন্য হাওড়া ডান্স ফাউন্ডেশনের সভাপতি যুগ্ম সম্পাদক সহ কর্মকর্তারা প্রশংসার দাবি রাখে, এই অনুষ্ঠানটিতে হাওড়ার বাসিন্দারা প্রতিক্ষায় থাকবে উক্ত সংস্থার কাছে।

বিশ্ব যোগ দিবস উদযাপন

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: ২১ জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হল ১০ম বর্ষ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সারা বিশ্বের সঙ্গে এদিনটি উদযাপনে শামিল হয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলাও। জেলা সদর শহর বর্ধমান ছাড়াও কাটোয়া, কালনা মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক সংস্থা এদিন যোগ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বর্ধমান শহরে আয়োজিত একটি যোগ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস। কালনা শহরের একটি যোগ প্রশিক্ষণ সংস্থা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিবির আয়োজনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে। কাটোয়া শহরে ভাগীরথী নদী তীরে যোগ দিবস উদযাপনে অসংখ্য মানুষ শামিল হন বলে জানা গেছে।

যোগদিবস উপলক্ষে যোগের ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা

ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক: ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জে নরেন্দ্র দামোদর মোদীর নেতৃত্বে যোগদিবস নিয়ে আলোচনা হয়। বিশ্বের ২০০ টি দেশের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগদিবসের দিনক্ষণ ঠিক হয়। ২১ জুন ২০১৫ থেকে দিনটি পালন করা শুরু হয়। এই দিনটি মহাকাশের মধ্যে দিন ও রাত্রির মধ্যে সব চাইতে সূর্যের বেশি সময়কাল তাই এই দিনটি যোগ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

এবার আসা যাক যোগ সম্বন্ধে কিছু কথায়। ‘যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধক’। যোগ কথার অর্থ যুক্তিকরণ। দেহ ও মনের যুক্তিকরণ, প্রাণ ও অপান (বায়ু) যুক্তিকরণ। যোনি ও লিঙ্গের যুক্তিকরণ। আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ দেখতে পাই, এটাও যোগের নিদর্শন। নিবন্ধ জননেন্দ্রিয়। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সত্যম শিবম্ সুন্দরম। বায়ু, পিত্ত, কফ। আসন, মুদ্রা প্রাণায়ম, পাঁচে পঞ্চবান–মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, সম্মোহণ। যোগের বহিরঙ্গের পাঁচটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত– যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার। এছাড়া পঞ্চক্লেশ–অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেষ। অন্তরঙ্গ যোগ–ধ্যান ধারণা, সমাধি। ঋষি পতঞ্জলির মতে যোগকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যা পূর্বে উল্লেখিত। যোগের আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে ষটচক্রের বা সপ্তক কথা বলতে হয়। প্রাণায়াম বা অজানা সাধন দ্বারা ধাপে ধাপে চক্রভেদ করতে হয়। অজানা কথার অর্থ মুখ বন্ধ করে জপ করা। অজানা আমরা গায়ত্রী মন্ত্রে জপ করি। এই সকল চক্র ধাপে ধাপে ভেদ করলে এক এক চক্রের এক রকমের অনুভূতি হয়।

(ক্রমশ)

শিল্পী সংসদদের নিয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহানায়ক উত্তমকুমার প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সংসদের বর্তমান সভানেত্রী প্রখ্যাত নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাঁর লেকগার্ডেন্সের বাড়িতে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিল্পী সংসদের সভা বসেছিল। ছিলেন সম্পাদক সাধন বাগচীও। ঋতুপর্ণার উপস্থিতিতে যেসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয় তার মধ্যে ছিল, আগামী ২৪ জুলাই উত্তম কুমারের তিরোধান দিবসে রবীন্দ্রসদনে মহানায়কের স্মরণানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ। নন্দন ১, ২, ৩ মিলিয়ে উত্তম কুমার অভিনীত মোট ৩০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে ১৫ দিন ধরে। দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের প্রসঙ্গটিও ছিল। এছাড়া আগামী ৩ সেপ্টেম্বর উত্তম কুমারের জন্মদিনের অনুষ্ঠানসূচি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ, সুরকার অশোক ভদ্র, সুরকার দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অমর সেন, রঞ্জন বাগচী প্রমুখ।

বেহালা কবিতা আর্কাইভ’র কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতকাল (১৬ জুন, ২০২৪) বেহালা কবিতা আর্কাইভ – এর আয়োজনে কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান হল বেহালার জনকল্যাণে সব পেয়েছির আসর–সভাঘরে। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ছিলেন কবি নমিতা চৌধুরী। কবিগুরু ও কাজী নজরুলের সঙ্গীতের নানা দিক নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নমিতা চৌধুরী। আর্কাইভের পক্ষ থেকে তাদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন দেবাশীষ মজুমদার ও স্বপন রায়। রবিঠাকুর ও নজরুলের গান অসাধারণ গায়কীতে নিবেদন করেন শিল্পী কাকলি মজুমদার, সংগীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তা ভট্টাচার্য, প্রমুখ। অসামান্য সমবেত সঙ্গীত ও গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন সোনারতরী ও বেহালা কবিতা আর্কাইভ – এর সদস্য শিল্পীবৃন্দ। দুই কবির গান ও কবিতা তাদের নিবেদনে মোহিত হয় উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। প্রণম্য দুই কবিকে উৎসর্গ করে স্বরচিত কবিতাপাঠ করেন কবি বিশ্বজিৎ রায়, রূপকুমার পাল, আবৃত্তি পরিবেশন করেন রীতা দাশ, প্রমুখ। আর্কাইভ সম্পাদক তনুকা সেনগুপ্তর নিয়ন্ত্রণে ও দীপশিখা চৌধুরীর সহজ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে উপস্থাপিত হয়।

পুজোর ছুটিতে প্যাকেজের হাতছানি পর্যটন মেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির বরাবরই বেড়ানোর অন্যতম পছন্দের সময় পুজোর ছুটিতে। এদিকে মাস কয়েক পরেই পুজো ও শীতের ছুটি। জনসাধারণের সেই ভ্রমণ পিপাসাকে উস্কে দিতে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পাশে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত (১৬–১৯) জুন বেঙ্গল ট্যুরিজম ফেস্ট বা এককথা বিটিএফ। প্রথম দিন থেকেই বহু মানুষ ভিড় করেছিলেন এই জমজমাট মেলায়। এতে মোট ১১৯টি স্টল হয়েছে। পাশাপাশি নতুন জায়গারও খোঁজ করছেন বাঙালি পর্যটকরা। এবার পর্যটন মেলায় দেশের নানা প্রান্তের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গকেও প্রচারে আনছে ইন্ডিয়া ট্যুরিজম। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের খাবার দাবারকেও প্রচারের আলোয় আনছে। কারণ বেড়ানোর সঙ্গে আঞ্চলিক খাবারের যোগ নিবিড়। মেলা প্রাঙ্গনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নেপাল, ভুটান, কাশ্মীর থেকে কেরল নানা জায়গার হাতছানি। তারই মাঝে কেউ কেউ হাঁকছেন অযোধ্যায় রামমন্দির দর্শনের প্যাকেজ নিয়ে। এবারে নতুন ডেস্টিনেশন দেখে নিন। পুজোয় চলুন অযোধ্যা।

সশ্রদ্ধ প্রণাম

আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় ভোলানাথ বাগের স্ত্রী আমাদের মাতৃদেবী স্বর্গীয়া পুষ্পরানী বাগ, হাওড়া, জগৎবল্লভপুর, নস্করপুর পাত্রপাড়ায় নিজ বাসভবনে সজ্ঞানে ৮৬ বছর বয়সে ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ,১৪৩১ (ইং–৭ই জুন, ২০২৪) শুক্রবার ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে অমৃতধামে গমন করেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ভাগ্যহীন পুত্রগন	ভাগ্যহীনা কন্যাগন
কাশিনাথ বাগ	বাসনা মারিক
বিশ্বনাথ বাগ	কল্পনা খাঁ
সমর বাগ	বন্দনা মন্ডল
রবীন্দ্রনাথ বাগ	
রাজকুমার বাগ	
দীপক বাগ	

ও – পুত্রবধূ, নাতি, নাতনিরা।

আঁতস কাঁচে

অলিম্পিকে নাদাল

রাফায়েল নাদালের শেষের শুরুটা শুরুই হয়ে গেছে। সদ্য শেষ হওয়া ফ্রেঞ্চ ওপেনে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন। নাম তুলে নিলেন উইম্বলডন থেকেও। ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী নাদালের লক্ষ্য এখন অলিম্পিক। গ্র্যান্ড স্লামের লড়াইতে নয়, কেরিয়ারে শেষবার অলিম্পিকে সোনার পদক আনাতেই মনোনিবেশ করতে চান তিনি। কেন খেললেন না উইম্বলডন, সে প্রসঙ্গে বলেন, 'কোর্টের চরিত্র আমি বদলাতে চাই না। প্যারিস অলিম্পিক পর্যন্ত ক্লে কোর্টে খেলে যেতে চাই। সেই কারণেই এবারের উইম্বলডনে নামতে পারব না। এর জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।'

চলছে ইউরো

জার্মানির ফাইভ স্টারে ইউরোর রোমাঞ্চ শুরু হয়ে গেছে। তার আগে থেকেই অবশ্য বর্ণময় হয়ে উঠেছিল বায়ার্ন মিউনিখের ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনা। ছোট্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। নানা রঙের পোশাকে নৃত্যশিল্পীদের পারফরম্যান্স। গান। ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারকে স্মরণ। এরপরই ইউরোর ট্রফি মাঠে নিয়ে আসেন দুই ইউরো জয়ী জার্মান অধিনায়ক বের্নার্ড ডিটস ও ইয়ুর্গেন ক্লিন্সম্যান। তাদের মাঝে ছিলেন কিংবদন্তি বেকেনবাওয়ারের স্ত্রী হাইডি। যার শেষেই শুরু হয় ম্যাচ।

মদ্রিচদের হার

গ্রুপ অফ ডেথের লড়াই। মুখোমুখি হয়েছিল লুকা মদ্রিচের ক্রোয়েশিয়া ও স্পেন। তাতে বড় ব্যবধানের জয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে যাত্রা শুরু করল ২০০৮ ও ২০১২ ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। ৩-০ গোলে জিতেছে স্পেন। প্রথমার্ধেই গোল তিনটি করেন আলভারো মোরাতা, ফাবিয়ান রুইস ও দানি কার্ভাহাল।

দ্বিতীয় জয়

২০০০ সালের পর ইউরোতে জয় পেল রোমানিয়া। হারাল ইউক্রেনকে। ইউরোর ৬বার অংশ নিয়ে ১৭ ম্যাচে রোমানিয়ার এটা স্রেফ দ্বিতীয় জয়। মনে রাখার বিষয়, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর এই প্রথম বড় কোনো টুর্নামেন্টে খেলছে ইউক্রেন।

নাক ভাঙল

ইউরোয় খেলতে নেমেই রক্তারক্তি কাণ্ড। নাক ফাটল এমবাপের। ম্যাচের ৯০ মিনিটে হেড করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান এমবাপে। এরপরই ঝরঝর করে রক্ত পড়তে থাকে নাক দিয়ে। জার্সিও ভিজে যায় রক্তে। পরিস্থিতি দেখে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাতেই জানা যায় নাক ভেঙেছে ফরাসি তারকার। তবে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই। আপাতত পরের ম্যাচে মাস্ক পরে খেলবে এমবাপে।

রোনাল্ডো সর্বোচ্চ

জয় দিয়ে ইউরো অভিযান শুরু করল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল। ৯০ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামার ১১০ সেকেন্ডের মধ্যে গোল করে দলকে জয়ের আনন্দে ভাসান ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও।এই ম্যাচ দিয়েই রেকর্ড ষষ্ঠ ইউরো খেলার কীর্তি গড়েছেন পর্তুগিজ অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

অলিম্পিকে ভজন

তুরস্কের অ্যান্টিলিয়াতে অনুষ্ঠিত হল ফাইনাল অলিম্পিক কোয়ালিফায়ার। এই অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারে মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ বিভাগে সোনা জিতেছেন ভজন কৌর। অলিম্পিক গেমসের জন্য ব্যক্তিগত বিভাগে মোট আটটি কোটা জয়ের সুযোগ ছিল। যার মধ্যে প্রতিটি দেশ পেত একটি করে কোটা। সেখানেই ভারতের হয়ে একটি কোটা স্পট নিশ্চিত করেন ভজন।

কলকাতা লিগের লক্ষ্যে তিন প্রধানের অনুশীলন

জুলাইতেই ডার্বি! লিগের প্রস্তুতি শুরু তিন প্রধানের

মহমেডান স্পোর্টিং

মোহনবাগান

ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তাহের ব্যবধানে জোড়া ডার্বির স্বাদ পেতে পারে ফুটবলপ্রেমীরা। আইএফএ সূত্রের খবর, ১৩ জুলাই হতে পারে কলকাতা লিগের ডার্বি। আবার ২৬ জুলাই শুরু হতে পারে ডুরান্ড কাপ। সেখানেও একই গ্রুপে থাকতে পারে মোহন-ইস্ট।

আগামী ২৫ জুন শুরু হবে কলকাতা লিগ। তার গ্রুপ পর্যায় হয়ে গেছে। ২৬ দলের ১৩টা করে ২টি গ্রুপ করা হয়। গ্রুপ বি তে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। গত ৩ বারের চ্যাম্পিয়ন মহমেডান রয়েছে গ্রুপ এ তে। সবথেকে বড়ো বিষয় গতবার গড়াপেটার কারণে পুলিশি তদন্ত হচ্ছে উয়াড়ি আর টালিগঞ্জ অগ্রগামীর ওপরে। যতদিন না তদন্ত হচ্ছে ততদিন তারা লিগে খেলবে। যদি দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁদের ম্যাচগুলো ওয়াক ওভার দেওয়া হবে। খুব তাড়াতাড়ি সূচি ঘোষণা হবে। গতবার নৈহাটিতে ডার্বি হওয়া নিয়ে মোহনবাগানের সঙ্গে সমস্যা হয়। এবারে কি নৈহাটীতে ডার্বি না যুবভারতী তা ঠিক হয়নি।আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, গুরুত্ব অনুযায়ী ডার্বির জায়গা ঠিক করা হবে। ৩ প্রধানের ম্যাচ ছাড়া নৈহাটী আর জেলায় খেলা হবে। ৩ প্রধানের কিছু ম্যাচ ফ্লাডলাইটে খেলা হবে।

গতবারের কলকাতা লিগজয়ী মহমেডানের নতুন কোচের দায়িত্বে এলেন উগান্ডার কোচ হাকিম সসেনগেন্ডো। তাঁর অধীনেই অনুশীলন শুরু করছে মহামেডান। উগান্ডার নাগরিক হলেও হাকিম অনেক দিন ধরেই ভারতে আছেন। ভারতের যুব স্তরের ফুটবল ডেভেলপমেন্ট নিয়েই কাজ করছেন তিনি। ২০১৮ সালে সুদেভা দিল্লি এফসির অ্যাকাডেমিতে অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবল দলের কোচ ছিলেন তিনি। সেখান থেকে ২০২২ সালে তিনি রাজস্থান ইউনাইটেডের যুব দলের দায়িত্বে ছিলেন। এবার মহামেডানের কলকাতা লিগে হেডস্যার হলেন। কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে লাল হলুদ ব্রিগেডও। ২৮ জুন প্রথম ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। তার ঠিক ১০ দিন আগে প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল লাল হলুদের জুনিয়র ব্রিগেড। প্রথম দিনের অনুশীলনে একাধিক ফুটবলার হাজির ছিলেন না। সেই তালিকায় ছিলেন বিষ্ণু, অমন, সায়নরা। এবারও কলকাতা লিগের পাশাপাশি চলবে ডুরান্ড কাপ। তাই দুটো দল তৈরি রাখতে হবে বিনো জর্জকে। আগেরবার একটুর জন্য কলকাতা লিগ হাতছাড়া হয়েছে। এবার কোনওভাবেই কোনও গাফিলতি চান না লাল হলুদ কোচ। সবার আগে দল গুছিয়ে অনুশীলন শুরু করে মোহনবাগান। ডেগি কার্ডোজোকে কোচ করেছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড । তাঁর অধীনেই ফুটবলাররা অনুশীলন করছেন। ডেগির সঙ্গে সহকারী কোচ হিসেবে থাকছেন বাংলার বিশ্বজিৎ ঘোষাল। গোলকিপার কোচ থাকছেন অভ্র মণ্ডল।

সিনিয়র দলের মত বয়সভিত্তিক যুব টুর্নামেন্টে ভালো পারফরমেন্স করতে মরিয়া টিম বাগান।মোহনবাগানের সিনিয়র দল থেকে দীপেন্দু বিশ্বাস, অভিষেক সূর্যবংশী, আমনদীপ সিং, সুহেল ভাট, অর্শ আনোয়ার,ফারদিন আলি মোল্লা, সুমিত রাঠি ও এনসন সিংদেরও থাকছেন এবার কলকাতা লিগের দলে

মনোজের ডায়মন্ড ছিটকে গেল, শীর্ষে মুকেশ কুমারের মালদা

বেঙ্গল মেন্স প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ

স্থান	দল	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	পয়েন্ট
১	সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা	৫	৪	১	৮
২	লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স	৫	৩	২	৬
৩	আদামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স	৫	৩	২	৬
৪	সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স	৫	২	৩	৪
৫	মুর্শিদাবাদ কুইন্স	3	২	১	৪
৬	রশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস	৪	২	২	৪
৭	শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স	৪	২	২	৪
৮	হারবার ডায়মন্ডস	৫	০	৫	০

বেঙ্গল উইমেন্স প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ

স্থান	দল	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	পয়েন্ট
১	মুর্শিদাবাদ কুইন্স	৪	৪	০	৮
২	শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স	৫	৪	১	৮
৩	লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স	৪	৩	১	৬
৪	হারবার ডায়মন্ডস	৪	২	২	৪
৫	সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা	৫	২	৩	৪
৬	রশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস	৪	১	৩	২
৭	আদামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স	৪	১	৩	২
৮	সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স	৪	০	৪	০

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল প্রো লিগে শীর্ষে সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা। ৫ ম্যাচের মধ্যে জয় পেয়েছে ৪ ম্যাচেই। এরপরই রয়েছে লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স। তারা ৫ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ৩ ম্যাচ। মুর্শিদাবাদ কিংস, রশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস, সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স, শ্রাচী রাহ টাইগার্স ও আডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স প্রত্যেকেই দুটি করে ম্যাচ জিতেছে। একমাত্র পরপর পাঁচ ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল মনোজ তিওয়ারির দল হারবার ডায়মন্ড। বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে শেষখেলায় মুখোমুখি হয় লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স ও হারবার ডায়মন্ড। টসে জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় অভিষেক পোড়েল। হারবার ডায়মন্ডের ওপেনার বিবেক সিং এর উইকেট দ্রুত হারালেও চেনা ছন্দে দেখা যায় অভিজ্ঞ মনোজ তিওয়ারিকে। তিনি ৩৯ বলে ৬টি চারের সহায়তায় ৪৫ রান করেন। এছাড়াও হারবার ডায়মন্ডের হয়ে শশাঙ্ক সিং করে ৩৩ বাদল সিং বলওয়ান করেন ২৬। ২০ ওভার শেষে হারবার ডায়মন্ড সাত উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রান তোলে। ১৩৯ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে অনবদ্য ৬০ রানের পার্টনারশিপ গড়েন অভিষেক পোড়েল ও করণ লাল। অভিষেক পোড়েল ২৩ বলে ৪টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে ব্যক্তিগত ৩০ রান করেন। ৪৩ বলে পাচঁটি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন করণ লাল। হারবার ডায়মন্ডের বোলিং লাইনআপকে দুরমুশ করে কুড়ি বল বাকি থাকতেই সাত উইকেটে ম্যাচে জেতে লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স। অন্যদিকে, বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগে পাঁচনম্বর ম্যাচে এসে প্রথম হারল সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা।

মুকেশ কুমারের দলকে হারিয়ে দিল শাহবাজ, প্রদীপ্ত প্রামাণিকের রাঢ় টাইগার্স। ম্যাচে সাত উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয় তারা। দুরন্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সই জয়ের অন্যতম কারণ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মালদা দলটি ৯ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৪২ রান বোর্ডে তুলে নেয়। সৌরভ সিংহ ৩৪ রান করেন। রাঢ় টাইাগার্সের হয়ে প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৩১ রান খরচ করে ১ উইকেট নেন। শাহবাজ আহমেদ ১৬ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট নেন। সুমন দাস ৩৫ রান খরচ করে ২ উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রাঢ় টাইগার্স ১৫.৫ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ৩ উইকেট হারিয়েই। দলের হয়ে অরিন্দম ঘোষ ৪১ বলে ৪৮ রানের ইনিংস খেলেন। অন্যদিকে প্রদীপ্ত ব্যাট হাতে ১৫ বলে ঝোড়ো ৪১ রানের ইনিংস খেলেন। সুমন্ত গুপ্ত ২৬ বলে ৩৬ রান করেন।

মেয়েদের খেলায় বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে সবার আগে রয়েছে মুর্শিদাবাদ কুইন্স। ৫ ম্যাচের মধ্যে চারটিই তারা জিতেছে। এরপরই রয়েছে শ্রাচী রাহ টাইগার্স। তারাও ৫ ম্যাচের মধ্যে ৪টিতে জিতেছে। এরপর রয়েছে লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স তিনটি ম্যাচ জিতে ৩ নম্বরে রয়েছে। টানটান লড়াইয়ে মালদাকে হারিয়ে দেয় মুর্শিদাবাদ। ৪৯ রানে জয় ছিনিয়ে নিল মুর্শিদাবাদ কুইন্স। যাদবপুর ক্যাম্পাসে আয়োজিত খেলায় টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং নেন সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদার ক্যাপ্টেন। মুর্শিদাবাদ প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ১২২ রান বোর্ডে তুলে নেয়। রীতিকা ও অদ্রিজা দুজনেই ২৭ রান করেন। মালদার বোলিং বিভাগের হয়ে পিয়ালি ঘোষ ও রিয়া কুমারি মাহাতো দুজনেই ২ টো করে উইকেট নেন। রান তাড়া করতে নেমে দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে মালদা শিবির। মাত্র ৭৩ রানই তারা বোর্ডে তুলতে পারে ৮ উইকেট হারিয়ে। সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদার হয়ে সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন হৃষিতা বসু। মুর্শিদাবাদ কুইন্সের হয়ে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন প্রিয়াঙ্কা সরকার। ২ উইকেট নেন সুদীপ্তা পাত্র। মেয়েদের অন্য খেলায় শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স ৭ উইকেটে হারিয়ে দেয় মেদিনীপুর উইজার্ডসকে। মেদিনীপুরের দলটি টস জিতে ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু বোর্ডে মাত্র ১০৭ রানই তুলতে পারে তারা।

তৃষিতা সরকার ৪৩ বলে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন। জবাবে খুব সহজেই ১০৮ রান তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নেয় রাঢ় টাইগার্স। ৫৭ বলে ৬৭ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন অঙ্কিতা চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, প্রতিটি দল গ্রুপ পর্বের ৭টি ম্যাচ খেলবে এবং শীর্ষ চারটি দল সেমিফাইনালে যাবে। প্রথম স্থানে থাকা দলটি প্রথম সেমিফাইনালে চতুর্থ স্থানে থাকা দলের সঙ্গে মুখোমুখি হবে, এরপর দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলটি অন্য সেমিফাইনালে তৃতীয় স্থান অধিকারকারী দলের সঙ্গে মুখোমুখি হবে। ফাইনাল খেলা হবে ২৮ জুন।

চলছে স্কাউটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ বছর শুরু হয়েছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মতো বাংলা ক্রিকেট সংস্থার টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টে যেমন পরিচিত মুখের ক্রিকেটাররা নজর কাড়ছেন, তেমনই উঠে আসছে অনামী প্রতিভাও। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পরবর্তী মরসুমে রয়েছে মেগা অকশন। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিই নজর দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন লিগে।

বোপান্নার পার্টনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : যত বয়স তাঁর বাড়ছে তত ক্ষুরধার হচ্ছে তাঁর খেলা। রোহন বোপান্না বিভিন্ন গ্রান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে সেটা বারবার প্রমাণ করেছেন। আসন্ন প্যারিস অলিম্পিক গেমসের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতাও তিনি অর্জন করেছেন। পুরুষদের ডাবলসে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি। এখনও অলিম্পিক গেমসে পদক জয় হয়নি তাঁর। ফলে অধরা পদক পেতে মরিয়া তিনি। আর সেই লক্ষ্য পূরণ করতেই বেছে নিলেন এন শ্রীরাম বালাজিকে।

জেলায় জেলায় টক্কর

লন টেনিসে কামাল চুঁচুড়ার যমজ বোনের

মলয় সুর, চুঁচুড়া : উচ্চমাধ্যমিকে জোড়া সাফল্যে তাক লাগিয়েছিল চন্দননগর কুণ্ডু ঘাটের বাসিন্দা দুই জমজ বোন। এবার কলকাতার লন টেনিস প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে নজর কাড়ল এরাই। সদ্য কলকাতার একটি লন টেনিস প্রতিযোগিতার জুনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চুঁচুড়া ফার্ম সাইড রোডের বাসিন্দা দুই যমজ বোন দ্রিমি ও দ্রুতি। ওই প্রতিযোগিতার একটি বৈশিষ্ট্য হল আইপিএলের ধাঁচে টুর্নামেন্টটি আয়োজিত হয়। অর্থাৎ সেখানে খেলোয়াড়দের নিলামে কেনা হয়। দুর্গাপুরের একটি দল কিনেছিল দ্রিমি ও দ্যুতিকে। দুজনেই চন্দননগরের সেন্ট জোসেফ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা দিলীপ বিশ্বাস ও মা রানু বিশ্বাস স্কুল শিক্ষক। পরিবারের সদস্যরা বলেন, শিশু অবস্থাতেই স্বাস্থ্য ফেরাতে তাদের খেলাধুলার মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন তারা। তারপরেই দু'জনের আগ্রহ তৈরি হয় লন টেনিসে। আর এবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে নতুন করে লন টেনিস নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে দুই যজম কন্যা। তাঁরা দুজনেই বলেন, ওই প্রতিযোগিতা থেকে অনেকটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এবার রাজ্য ও দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন রয়েছে। সংগঠকদের মতে, প্রতি বছর সিনিয়রদের নিয়ে প্রতিযোগিতা করা হয়। এবারই প্রথম জুনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। আর সেখানেই চুঁচুড়ার যমজ দুই বোন নজির সৃষ্টি করল।

কাটোয়া কলেজে ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির

দেবাশিস রায় : খেলাধুলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি কাটোয়া কলেজে ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হল।কাটোয়া কলেজ আই কিউ এ সি এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এদিন ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন সহ দুই দলের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়। কাটোয়া কলেজ মাঠে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবির সহ ফুটবল ম্যাচে কলেজের ৪০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেন। এই ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির এবং প্রদর্শন ম্যাচে উপস্থিত থেকে সকল খেলোয়াড়কে উৎসাহিত করেন কাটোয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নির্মলেন্দু সরকার, কলেজের ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক দুলাল সরকার, পূর্ব বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমর দাস প্রমুখ। কাটোয়া কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলার ধারাবাহিক উন্নতির লক্ষ্যে এভাবেই যৌথ উদ্যোগে আরও প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে।

দুর্গাপুরে ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গের পর এবার ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামে রাস্তার উদ্বোধন হল। দুর্গাপুরের ব্যস্ততম সিটি সেন্টারের সামনে জংশন মোড়ের সামনের রাস্তাটির নতুন নামকরণ হল ইস্টবেঙ্গল সরণি। রাস্তাটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দুর্গাপুর বিধানসভা বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, দুর্গাপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখার্জি, সাংসদ কীর্তি আজাদ, দুর্গাপুর পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন চক্রবর্ত্তী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব রূপক সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, দীপ্তেন বসু, সদানন্দ মুখার্জি, বিকাশ দত্ত সহ অন্যান্যরা। ইস্টবেঙ্গল সরণি রাস্তা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য পদ যাত্রায় পা মিলিয়ে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলারদের পাশাপাশি বহু লাল হলুদ সভ্য সমর্থক। দুর্গাপুর ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে এবং দুর্গাপুর নগর নিগমের সহায়তায় দুর্গাপুরে ইস্টবেঙ্গল সরণি রাস্তার নামকরণ হল।

স্টিমাচকে ছাঁটাই করে ক্ষতিপূরণ নিয়ে চাপে ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় সিনিয়র দলের হেড কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ইগর স্টিমাচকে। জানুয়ারিতে এএফসি এশিয়ান কাপে ব্যর্থতার পর স্টিমাচ ভারতীয় দলকে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় দল সম্প্রতি কুয়েত ও কাতারের কাছে হেরে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে যায়। তারপরেই স্টিমাচকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিল ফেডারেশন। ফেডারেশনের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খেলোয়াড় জীবনে ১৯৯৮ বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী স্টিমাচ ২০১৯-এর ১৫ মে স্টিফেন কনস্টান্টাইনের জায়গায় ভারতীয় দলের হেড কোচের দায়িত্ব নেন। ক্রোয়েশিয়ার এই কোচের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দল দু'টি সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ, একটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ ও একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ জেতে। একই বছরে ভারতের তিনটি খেতাব জয়ের ঘটনা স্টিমাচের আমলেই প্রথম ঘটে। গত বছরেই এই ঘটনা ঘটে, যখন সাফ, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ ও ত্রিদেশীয় সিরিজ জেতে ভারত। কিন্তু এ বছর জানুয়ারিতে এএফসি এশিয়ান কাপে অস্ট্রেলিয়া, সিরিয়া ও উজবেকিস্তানের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়।

কয়েক দিন আগেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রী অবসর নিয়েছেন। এবার অব্যহতি দেওয়া হল স্টিমাচকেও। স্টিমাচের জায়গায় ভারতীয় দলের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে, তা ঠিক হয়নি। আরও প্রায় দু'বছরের চুক্তি ছিল স্টিমাচের সঙ্গে। মাঝপথে এভাবে ছাঁটাই হলেও মুখ খোলেননি তিনি। তবে আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন ক্রোয়েশিয়ার প্রাক্তন ফুটবলার। গত অক্টোবরে তাঁর সঙ্গে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত চুক্তি বৃদ্ধি করেছিল এআইএফএফ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com